مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

سلسلة مؤلفات ورسائل سماحة الشيخ/عبد العزيز بن باز رحمه الله رقم (١٣)

حراسة التوحيد

তাওহীদ সংরক্ষণ

التاليف

سماحة الشيخ /

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

মাননীয় শায়েখ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

ترجمة / عبد الله الهادي محمد يوسف

ভাষান্তরঃ

আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাম্মাদ ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ

দারু ইবনিল আসীর

সৌদি আরব, রিয়াদ-১১৩৫৬ পোঃ বক্সঃ ৬৪৩৭৭

টেলিফোনঃ ৪২ ৮৫ ৩৯০ ফ্যাক্সঃ ২৬ ৭২ ৫৫৮

প্রকাশকাল

১৪২৫ হিজরী ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

بنغالي

حراسة التـوحيد

তাওহীদ সংরক্ষণ

التاليف

سماحة الشيخ /

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

মাননীয় শায়েখ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

ترجمة / عبد الله الهادي محمد يوسف

ভাষান্তরঃ

আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাম্মাদ ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ

দারু ইবনিল আসীর

সৌদি আরব, রিয়াদ-১১৩৫৬ পোঃ বক্সঃ ৬৪৩৭৭

টেলিফোনঃ ৪২ ৮৫ ৩৯০ ফ্যাক্সঃ ২৬ ৭২ ৫৫৮

প্রকাশকাল

১৪২৫ হিজরী ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১। বিশুদ্ধ আকীদা ও তার পরিপন্থী বিষয়............................. 5

২। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা এবং গণক ও জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান........................ 38

৩। বিদ'আত থেকে সাবধান 99

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি পূর্ণগুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে একক, যিনি সর্বপ্রকার সমকক্ষতা ও তুলনা মুক্ত। আমি সেই পাক-পবিত্রের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাঁর অগণিত নেয়ামত ও দয়ার প্রতি। আমি সাক্ষী দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই তিনি সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বোউর্দ্ধে। আমি আরো সাক্ষী দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল যিনি ছিলেন সর্বোত্তম কথক।

আল্লাহ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাথীগণের প্রতি। অতপর ইহা কতিপয় মাসআলা মাসায়েল সম্বলিত কতগুলো পুস্তিকা যা লিখেছেন আমাদের শাইখ, ইমাম, মান্যবর পন্ডিত আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) আল্লাহ তাকে তার কবরে সম্মানিত করুন। এই সবগুলো পুস্তিকাই তাওহীদ, বান্দার করণীয়, বড় ও ছোট শিরক ও তার মাধ্যম সমূহ যা আজ বহু মুসলিম দেশেই রয়েছে যেমন, মৃতের নিকট চাওয়া, কবরের পার্শ্বে তাওয়াফ করা, সেখানে ইতেক্বাফ করা, আল্লাহ ব্যতীত কোন বিশেষ স্থান, মাজার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে কোরবানী করা, মৃতের নামে মান্নত মানা, এই বিশ্বাস রাখা যে তারা মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, যারা তাদের নিকট সাহায্য চায় তাদেরকে সাহায্য করে। এমনি ভাবে কতিপয় ছোট শিরক যেমনঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা, একথা বলা যে, ইহা আল্লাহ এবং অমুকের পক্ষ থেকে ইত্যাদি যা আজ পৃথিবীর বহু অংশে বিস্তারিত যারা নিজেদেরকে

ইসলামের প্রতি সম্পৃক্ত করে অথচ সেখানকার মসজিদসমূহে রয়েছে কবর, বহু বিদ'আত নতুন নতুন বিষয় সমূহ।

আর এই পুস্তিকাসমূহে কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। যা প্রমাণ করে সর্বপ্রকারের ইবাদত এক আল্লাহর জন্য হওয়া ওয়াজিব বলে। সর্বপ্রকার শিরক ও তার মাধ্যম সমূহ পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে তারই জন্য দ্বীন পালন করা। যদিও তা উসীলা, সুপারিশ, বরকত, নৈকট্য লাভ ইত্যাদি যে নামেই চালিয়ে দেওয়া হউক না কেন।

আমি আশা করি যে ব্যক্তি জ্ঞান ও নিরপেক্ষভাবে এই পুস্তিকাগুলো পড়বে সে সঠিক তাওহীদকে জানতে পারবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে, এই পথে তার ভাই ও প্রতিবেশীদেরকে আহ্বান করবে যারা পথভ্রষ্ট ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের আধিক্যের ধোঁকায় পড়েছে। আল্লাহ আমাদের শাইখের প্রতি দয়া করুন, তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন, তার কবরকে জান্নাতের আলোতে আলোকিত করুন। আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন তার জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন, তাঁর রহমত দ্বারা তাকে সহ সমস্ত মুসলিম উলামাগণকে এবং সৎ মুমিনদেরকে আবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাথীগণের প্রতি।

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জিবরীন
৪/১১/১৪২৩ হিজরী

বিসমিল্লাহির রহমানীর রাহীম

বিশুদ্ধ আকীদা ও তার পরিপন্থী বিষয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

সঠিক ধর্ম বিশ্বাসই যেহেতু ইসলাম ধর্মের মূল ও মিল্লাতে ইসলামীর প্রধান ভিত্তি, তাই তাকেই আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করলাম। কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত শরীয়তের প্রমাণাদির দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, যাবতীয় কথা-বার্তা ও কার্যাবলী কেবল তখনই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় যখন উহা 'বিশুদ্ধ আকীদা' (সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে।) আর যদি আকীদা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে উহার ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা মায়িদাঃ ৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলগণের প্রতি অবশ্যই এ বার্তা পাঠানো হয়েছে, তুমি যদি আল্লাহর সাথে শিরক কর তাহলে তোমার সমস্ত আমল অবশ্যই বৃথা যাবে, আর তুমি নিঃসন্দেহে বিষম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৫)

এই অর্থে কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর অবতীর্ণ সুস্পষ্ট কিতাব ও তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের (আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর সর্বোত্তম রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।) বর্ণিত সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিশুদ্ধ আকীদার সার কথা হলোঃ আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাগণের, কিতাব্রসমূহ, রাসূলগণ আখিরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছয়টি বিষয়ই হলো বিশুদ্ধ আকীদার মূলনীতি, যা নিয়ে অবতীর্ণ হলো আল্লাহর মহান গ্রন্থ কুরআন এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। এই মূলনীতিরই শাখা-প্রশাখা হলো অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় খবরাখবর, যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। উক্ত ছয় নীতিমালার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

অর্থঃ "তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোন পূণ্যের ব্যাপার নহে ; বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা, পরকাল ও ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" (সূরা বাকারা- ১৭৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

অর্থঃ "রাসূল বিশ্বাস করেছেন তার প্রতি, যা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর মুমেনগণও। তাঁরা সকলেই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ এবং

রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। (সূরা বাকারা-২৮৫)
আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾
অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর, সেই সব কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর, যা এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ এবং পরকালকে অস্বীকার করবে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হবে। (সূরা নিসা-১৩৬)
আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ
﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
অর্থঃ "তোমার কি জানা নাই যে, আসমান-জমীনের সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন। সবকিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।" (সূরা হাজ্জ-৭০)
উপরোক্ত নীতিমালার প্রমাণে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যে সেই সুপ্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। যে, জীবরীল (عليه السلام) যখন নবী করীম (ﷺ) কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি উত্তরে বলেন- "ঈমান হচ্ছে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, তাঁর

ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাব সমূহ ও রাসূলগণ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে।" উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এবং পরকাল সংক্রান্ত ব্যাপারসহ অন্যান্য গায়েবী বিষয়াদি, যার প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের আস্থাবান হওয়া একান্ত অপরিহার্য, উক্ত ছয় মূলনীতিরই শাখা-প্রশাখা হিসাবে পরিগণিত।

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রথম কথা হলো এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, সত্যিকার মা'বূদ, অন্য কেহ নয়। কেননা, একমাত্র তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থাপক। তিনি তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং তিনি তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রতিফল দানে ও অবাধ্য জনকে শাস্তি প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর, এই ইবাদতের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

অর্থঃ "আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোন রিযক চাই না, এটিও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ নিজেইতো রিযিক দাতা, মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত।" (সূরা জারিয়াত-৫৬-৫৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ, আকাশকে ছাদ স্বরূপ তৈরী করেছেন এবং আকাশ হতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে এর সাহায্যে নানা প্রকার ফল-শষ্য উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব, তোমরা এসব কথা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না। (সূরা বাকারা-২১, ২২)

এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে এবং এর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উহার পরিপন্থী বিষয় থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন ও কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ সহকারে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগুত (শয়তান) এর ইবাদত থেকে দূরে থাক।" (সূরা নাহল-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল-ই পাঠিয়েছি তাকে এই বার্তাই প্রদান করেছি যে, আমি ছাড়া (তোমাদের) আর কোন সত্য মা'বূদ

নেই। অতএব, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া-২৫)

মহামহিম আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾

অর্থঃ "ইহা এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ প্রজ্ঞাময় । অতপর তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে। যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না কর। অনন্তর, আমি তাঁরই পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা।" (সূরা হূদ - ১, ২)

উল্লেখিত এই ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হলোঃ বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে। দু'আ, ভয়, আশা, নামায, রোযা, যবেহ, মানত ইত্যাদি সর্বপ্রকার ইবাদত তাঁরই প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে, তাঁর বড়ত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে সওয়াবের আগ্রহ নিয়ে, শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় ও পূর্ণ বশ্যতা সহকারে সম্পাদন করা। পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত এই মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থঃ "অতএব তুমি এক আল্লাহরই ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্যে খালেছ করে। সাবধান! খালেছ দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা যুমার- ২, ৩)

আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালক এই বিধান করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কারো নয়।" (সূরা ইসরা-২৩

মহামহিম আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থঃ "অতএব, তোমরা আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্যে খালেছ ভাবে নির্দিষ্ট কর, কাফেরদের কাছে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।" (সূরা গাফির-১৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মুআয (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর ব্যাপারে বান্দার করণীয় হলো, তারা যেন কেবল তাঁরই ইবাদত করে এবং এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার না করে।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হলো- ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপর ওয়াজিব ও ফরয করে দিয়েছেন। যথা ইসলামের বাহ্যিক পাঁচটি স্তম্ভঃ (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা পালন করা (৫) বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ পালন করা ইত্যাদি সহ অন্যান্য ফরযগুলি, যা নিয়ে পবিত্র শরীয়াতের আগমন ঘটেছে। উপরোক্ত স্তম্ভ বা রুকনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান রুকন হলো- এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। সুতরাং 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এই সাক্ষ্যের দাবীই হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যে ইবাদতকে খালেছ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে তা মুক্ত রাখা। এটিই হলো

কালেমা- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ -এর প্রকৃত মর্মার্থ। কেননা, এর যথার্থ অর্থঃ হলো- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। সুতরাং তাঁকে ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, সে মানব সন্তান হোক আর ফেরেশ্‌তা, জ্বিন বা অন্য যাই হোক, সবই বাতিল। সত্যিকার মা'বূদ হলেন- কেবল সেই মহান আল্লাহ তা'আলাই। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾

অর্থঃ "তা এই জন্যে যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য এবং তাঁকে বাদ দিয়ে ওরা যার ইবাদত করছে তা নিঃসন্দেহে বাতিল। (সূরা হাজ্জ-৬২)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই যথার্থ মৌলিক উদ্দেশ্যেই জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তা পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং নাযিল করেছেন স্বীয় পবিত্র কিতাবসমূহ। সতুরাং হে পাঠক! বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখুন এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অধিকাংশ মুসলমান উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতার মধ্যে নিপতিত রয়েছে। ফলে, তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও ইবাদত করছে এবং তাঁর প্রাপ্য ও খালেছ অধিকারকে অন্যের তরে নিবেদিত করে চলছে। (আল্লাহ পাকই আমাদের একমাত্র সহায়)

এ বিশ্বাসও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাদের যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক এবং আল্লাহ পাক যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্বীয় জ্ঞান ও কুদরাতের দ্বারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি দুনিয়া-আখিরাতের মালিক ও

সমগ্র জগতবাসীর প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন প্রভূ। তিনিই আপন বান্দাহগণের যাবতীয় সংশোধন, তাদের ইহ্‌লৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। ঐ সমস্ত ব্যাপারে পূত পবিত্র আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক নেই। তিনি বলেনঃ

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

অর্থঃ "আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সর্ব বিষয়ের নেগাহবান। (সূরা যুমার- ৬২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ হলেন আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসিন হলেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন, যাতে রাত দ্রুতগতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সবই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই। চির মঙ্গলময় মহান আল্লাহ তিনিই সর্বজগতের প্রভূ। (সূরা আল-আ'রাফ-৫৪)

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হলো, পবিত্র মহান কুরআনে উদ্ধৃত এবং বিশ্বস্ত রাসূলে করীম হতে প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার সর্ব সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর উচ্চ গুণরাজির উপর কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য আরোপ না করে বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই

কোন ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে উহার মহান অর্থগত দিক সমূহের উপর অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে হবে। কেননা, এগুলিই আল্লাহ তা'আলার সেই সব গুণাবলী যদ্বারা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য আরোপ না করে যথোপযুক্তভাবে তাঁকে বিশেষিত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থঃ "কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শূরা- ১১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন উপমা পেশ করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা নাহল-৭৪)

এই হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস। ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة নামক গ্রন্থে এই আকীদার কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে ইলম ও ঈমানের বিজ্ঞজনেরাও তা বর্ণনা করে গেছেন। ইমাম আওযায়ী (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেনঃ ইমাম জুহরী ও মাকহুলকে আল্লাহ তা'আলার গুণরাজি সম্পর্কিত আয়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "এগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই মেনে নাও।" ওয়ালিদ বিন মুসলিম (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বলেনঃ ইমাম মালেক, আওযায়ী, লাইছ বিন সা'দ ও সুফইয়ান ছাওরীকে আল্লাহর গুণরাজি সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা সকলেই উত্তরে বলেনঃ

এগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই কোন ধরণ-প্রকরণ নির্ণয় ব্যতিরেকে মেনে নাও। ইমাম আওযায়ী বলেনঃ বহুল সংখ্যায় তাবেয়ীগণের জীবদ্দশায় আমরা বলাবলি করতাম যে, আল্লাহ পাক তাঁর আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন এবং হাদীসে বর্ণিত তাঁর সব গুণাবলীর উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি। ইমাম মালেকের উস্তাদ রাবী'আ বিন আবু আব্দুর রহমানকে (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন) الاستواء (আরশের উপর আল্লাহর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেনঃ আরশের উপর আল্লাহর সমাসীন হওয়া অজানা ব্যাপার নয়; তবে এর বাস্তব ধরণ আমাদের বোধগম্য নহে। আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে রেসালাত, আর রাসূলের দায়িত্ব হলো স্পষ্টভাবে এর ঘোষণা করা এবং আমাদের কর্তব্য হলো এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) কে الاستواء সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেনঃ সমাসীন হওয়া আমাদের কাছে স্পষ্ট তবে এর বাস্তব ধরণ অজ্ঞাত। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদ'আত। অতপর তিনি প্রশ্নকারীকে সম্বোধন করে বলেনঃ আমিতো তোমাকে একজন মন্দ লোক দেখছি। এই বলে তাকে মজলিশ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুমিনগণের মাতা উম্মে সালামা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে ঐ একই অর্থে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'আমরা জানি, আমাদের পাক প্রভু স্বীয় সৃষ্টি থেকে ব্যবধানে আকাশ মন্ডলের উর্দ্ধে আপন আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে ইমামগণের অনেক বক্তব্য রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। কারো এর অধিক জানার আগ্রহ হলে সুন্নী আলেমগণ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর রচিত বিভিন্ন

গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করে দেখুন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। যথাঃ

১। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ-	রচিত কিতাবুস সুন্নাহ
২। প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ বিন খুযাইমা-	" কিতাবুত তাওহীদ
৩। আবুল কাসেম লালকায়ী তাবারী-	" কিতাবুস সুন্নাহ
৪। আবু বকর বিন আবি আ'ছিম	" কিতাবুস সুন্নাহ
৫। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার	" হুমাত বাসীদের প্রতি প্রদত্ত জবাব।

এই গ্রন্থখানা অতি উপকারী এবং এক মহৎ জবাবনামা। এতে শাইখুল ইসলাম অতি চমৎকারভাবে আহলে সুন্নাতের আকীদা তুলে ধরেছেন এবং তাদের বহুবিধ উক্তিসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দলীল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, যা আহলে সুন্নাতের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা ও তাদের বিপক্ষীয় বক্তব্যের ভ্রান্ততা সঠিকভাবে প্রমাণিত করে।

শাইখুল ইসলামের রচিত অনুরূপ আরেকটি কিতাব রিসালায়ে তাদমুরিয়া, নামে পরিচিত। এই পুস্তিকায় তিনি উক্ত বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেন। বিভিন্ন উক্তি ও যুক্তি সহকারে আহলে সুন্নাতের আকীদা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং এমনভাবে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে, সত্যান্বেষী ও সরল-সাধু যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই তাঁর কাছে সত্য উদ্ভাসিত ও বাতিল বিলুপ্ত হতে দেরী হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ ও গুণরাজী সংক্রান্ত বিশ্বাসে আহলে সুন্নাতের বিরোধীতা করবে সে নিশ্চিতভাবেই পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসে এবং উদ্ধৃতি ও যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণাদির বিপক্ষে নিপতিত হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার জন্যে ঐসব গুণাবলী সাদৃশ্যহীনভাবে মানেন যা তিনি স্বীয় মহান গ্রন্থ কুরআনে অথবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর সহীহ হাদীস সমূহে আল্লাহর জন্যে মানতেন। তাঁরা আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাদৃশ হওয়া থেকে এমনভাবে পূত পবিত্র রাখেন যার মধ্যে তা'তীল বা গুণমুক্ত হওয়ার কোন লেশ মাত্র থাকে না। ফলে, তাঁরা পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সমূহ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের বিধানই হলো, যে জন রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত সত্যকে আঁকড়ে ধরে তার সমূদয় সামর্থ সে পথে ব্যয় করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর অন্বেষায় থাকে, তাকে আল্লাহ পাক সত্যের পথে চলার তৌফিক দান করেন এবং তার বক্তব্যকে বিজয়ী করে দেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾

অর্থঃ "বরং আমিতো বাতিলের উপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি, ফলে তা অসত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎই বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (সূরা আম্বিয়া-১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াতে বলেনঃ

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

অর্থঃ "তারা আপনার কাছে কোন সমস্য উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যাদান করি। (সূরা ফুরকানঃ ৩৩)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ পাকের বাণীঃ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

অর্থঃ "বস্তুতঃ তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেন, অতপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। (সূরা আরাফ-৫৪)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতি সুন্দর কথা বলেছেন। যা অত্যন্ত উপকারী বিধায় এখানে প্রনিধানযোগ্য মনে করলাম। তিনি বলেনঃ

এ প্রসঙ্গে লোকদের বক্তব্য অনেক, এর বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এখানে নয়। আমরা এ ব্যাপারে ঐ পথই গ্রহণ করবো, যে পথে চলেছেন পূর্বেকার সুযোগ্য মনীষী ইমাম মালেক, আওযায়ী, ছাওরী, লাইছ বিন সা'দ, শাফেয়ী, আহমদ, ইস্‌হাক বিন রাহওয়াই সহ তৎকালীন ও পরবর্তী মুসলমানদের ইমামগণ। আর তা হলোঃ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনা যেভাবে আমাদের কাছে পৌছেছে ঠিক সেভাবেই তা মেনে নেওয়া, এর কোন ধরণ, সাদৃশ্য বা গুণ বিমুক্তি নির্ণয় ব্যতিরেকেই। সাদৃশ্য পন্থীদের মস্তিষ্কে প্রথম লগ্নেই আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যে কল্পনার উদয় ঘটে তা আল্লাহ পাক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত। কেননা, কোন ব্যাপারেই কোন সৃষ্টি আল্লাহর সাদৃশ্য হতে পারে না। তাঁর সমতুল্য কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তদ্রুপই, যেরূপ শ্রদ্ধেয় ইমামগণ বলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারীর উস্তাদ নাঈম বিন হাম্মাদ আল খুজায়ী অন্যতম। তিনি বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন ব্যাপারে সাদৃশ্য মনে করে সে কাফের এবং যে আল্লাহর সব গুণরাজি অস্বীকার করে যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষিত করেছেন, সেও কাফের। কেননা আল্লাহকে স্বয়ং তিনি তাঁর রাসূল যেসব গুণরাজির দ্বারা বিশেষিত করেছেন সৃষ্টির সাথে সেগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই। সুতরাং যে

ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্যে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত গুণরাজি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে যা, আল্লাহ তা'আলার মহত্বের সাথে মানানসই হয় এবং তাঁকে যাবতীয় অপূর্ণতা, খুঁত বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পাক-পবিত্র রাখে সে ব্যক্তিই হেদায়াতের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলে।

ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাগণের প্রতি ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একজন মুসলিম ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, আল্লাহ তা'আলার বিপুল সংখ্যক ফেরেশ্‌তা রয়েছেন। তাদেরকে তিনি নিজ আনুগত্যের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

অর্থঃ "তারা তাঁর সম্মানিত বান্দা, তারা তাঁর আগে বেড়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের ব্যাপারেই সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (সূরা আম্বিয়া-২৮)

আল্লাহর ফেরেশতাগণ অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্যে একদল তাঁর আরশ বহনের কাজে, অপর একদল বেহেশত-দোযখের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

আর আমরা বিশদভাবে ঐসব ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যাদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) উল্লেখ করেছেন।

যেমনঃ জিবরীল (ﷺ), মীকাঈল (ﷺ), মালিক-তিনি দোযখের তত্ত্বাবধায়ক এবং ইসরাফীল (ﷺ)- তিনি মহা প্রলয়ের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। একাদিক সহীহ হাদীসে তাঁর কথা উল্লেখ আছে। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম (ﷺ) বলেছেনঃ "ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনকুল খাঁটি আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ তায়ালা (কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন।" ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি সনদসহ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর বহুসংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

অর্থঃ "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদন্ড নাযেল করেছি, যাতে লোক ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" (সূরা হাদীদ-২৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

অর্থঃ "প্রথমদিকে মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা এবং ভীতি

প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর, তাদের সাথে নাযিল করেন সত্যের প্রতীক কিতাব সমূহ, এ উদ্দেশ্যে যে, লোকদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন।" (সূরা বাকারা- ২১৩)

আর বিশদভাবে আমরা ঐসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। এগুলোর মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব যা পূর্ববর্তী অপর কিতাব সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে ইহারই অনুসরণ ও সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সহীহ সুন্নাত কেও। কেননা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদকে (ﷺ) সমগ্র জ্বিন ও ইনসানের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি এই মহান কিতাব কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে তিনি ইহা দ্বারা লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন। উপরন্তু, আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের অন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, তাদের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রতিপাদক এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

অর্থঃ "আর ইহা এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ কর এবং তাকওয়াপূর্ণ আচরণ-বিধি গ্রহণ কর। তাহলে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হবে।" (সূরা আনআম- ১৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থঃ “আমি তোমার উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে নির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ রয়েছে। (সূরা নাহল-৮৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

অর্থঃ “(হে রাসূল) বল, ওহে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত সেই আল্লাহর রাসূল যিনি যমীন ও আকাশ সমূহের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনিই জীবন মৃত্যু দান করেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আন যে, আল্লাহ ও তাঁর সকল বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পার।” (সূরা আরাফ- ১৫৮)

উপরোক্ত অর্থে কুরআনে কারীমে আয়াতের সংখ্যা অনেক।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতিও ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের প্রতি তাদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক রাসূল শুভ সংবাদবাহী, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সত্যের পানে আহ্বায়ক রূপে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সে সৌভাগ্যের পরশ লাভ করেছে, আর যে তাদের বিরোধিতা করেছে সে হতাশা ও অনুশোচনার শিকারে নিপতিত হয়েছে।

রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ﷺ)। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ সহকারে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের (শয়তানের) ইবাদত থেকে দূরে থাক।" (সূরা নাহল- ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

অর্থঃ "আমি তাদের সবাইকে সংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে এই রাসূলগণের আগমণের পর মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা- ১৬৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয় বরং সে তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আহযাব-৪০)

ঐ সমস্ত নবী-রাসূলগণের মধ্যে আল্লাহ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন বা যাদের নাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রতি আমরা বিশদভাবে ও নির্দিষ্ট করে বিশ্বাস স্থাপন করি। যেমনঃ নূহ, হুদ, ইবরাহীম ও অন্যান্য রাসূলগণ। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর, তাদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

আখিরাতের দিনের উপর ঈমান

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে- যেমন, কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব ও নেয়ামত এবং রোজ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও প্রচণ্ডতা, পুলসিরাত, দাঁড়িপাল্লা, হিসাব নিকাশ, প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে তাদের আমলনামা বিতরণ; তখন কেউবা তা ডান হাতে গ্রহণ করবে আবার কেউবা তা বাম হাতে বা পিছনের দিক হতে গ্রহণ করবে ইত্যাদি সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন উক্ত ঈমানের আওতাভুক্ত। এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অবতরণের জন্য নির্ধারিত হাউজে কাওসার, জান্নাত-জাহান্নাম, মুমিন বান্দাগণ কর্তৃক তাদের প্রভুর দর্শন লাভ এবং তাদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন সহ অন্যান্য যা কিছু কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত। সুতরাং উপরোক্ত সব কয়টি বিষয়ের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

ভাগ্যের প্রতি ঈমান

ভাগ্যের প্রতি ঈমান বলতে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন বুঝায়ঃ

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান বা ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে বা হবে তার সবকিছুই আল্লাহ পাকের জানা আছে। তিনি আপন বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা

সম্পর্কে অবহিত। তাদের রিযিক, তাদের মৃত্যুক্ষণ, তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ অন্যান্য সব বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তিনি পূত-পবিত্র মহান। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।" (সূরা আল-আনকাবূত-৬২)

মহামহিম আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

অর্থঃ "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুরই উপর শক্তিমান এবং এ কথাও জানতে পার যে, আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুই পরিব্যপ্ত হয়ে আছে।" (সূরা তালাক-১২)

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ যা কিছু নির্দ্ধারণ ও সম্পাদন করেছেন সব কিছুই তাঁর লেখা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾

অর্থঃ "মাটি তাদের দেহ থেকে কতটুকু গ্রাস করে তা আমার জানা আছে এবং আমার নিকট একটি সংরক্ষক কিতাব রয়েছে।"

(সূরা ক্বাফ-৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾

অর্থঃ "এবং আমি সবকিছু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" (সূরা ইয়াসীন-১২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

অর্থঃ "তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? নিশ্চয়ই উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।" (সূরা হজ্জ-৭০)

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার কার্যকরী ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং যা ইচ্ছা করেন তা হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা হজ্জ-১৮)

মহামহিম আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

অর্থঃ "বস্তুতঃ তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে বলেন 'হও' ফলে অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন-৮২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ "আর, আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান।" (সূরা তাকভীর-২৯)

চতুর্থতঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত না আছে কোন স্রষ্টা না আছে কোন প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।" (সূরা যুমার-৬২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾

অর্থঃ "হে লোকগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি তোমাদের কোন স্রষ্টা আছে যে, তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা কোন্ পথে পরিচালিত হচ্ছো?" (সূরা ফাতির-৩)

ফলকথা, ভাগ্যের উপর ঈমান বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে, বিদআত পন্থীরা উহার কোন কোনটিকে অস্বীকার করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহর উপর ঈমানের মধ্যে এ বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, ঈমান মানে কথা ও কাজ যা পূণ্যে বৃদ্ধি এবং পাপে হ্রাস পায়।

একথাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, কুফরী ও শিরক ব্যতীত কোন কবীরা গুনাহ। যেমনঃ ব্যভিচার, চুরি, সুদ গ্রহণ, মদ্যপান, পিতামাতার অবাধ্যতা ইত্যাদির জন্য কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে তা হালাল বলে গণ্য করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।". (সূরা নিসা-১১৬)

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে একাধিক মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে জাহান্নাম হতে এমন লোককেও মুক্ত করবেন যার অন্তরে (এ জগতে) রাই পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান ছিল।

আল্লাহর পথে প্রীতি-ভালবাসা, বিদ্বেষ, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্গত। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিনদের ভালবাসবে এবং তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলবে। পক্ষান্তরে সে কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং তাদের সাথে বৈরীতা বজায় রাখবে। ইহা মুসলিম উম্মতে মুমিনদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন রাসূলে কারীম (ﷺ) এর সাহাবীগণ। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাঁদের প্রতি সম্প্রীতি ও গভীর ভালবাসা পোষণ করে। আর একথাও বিশ্বাস করে যে, এরাই নবীকূলের পর সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী। নবী করীম (ﷺ) বলেনঃ

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (متفق عليه)

"সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী আমার যুগের লোকেরা, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ এবং তারপর এদের পরবর্তীগণ। (অত্র হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর বুখারী ও মুসলিম একমত)

তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, তাদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক হলেন সর্বোত্তম, তারপর উমর ফারুক, তারপর উসমান জুননূরাইন, তারপর আলী মুরতাজা (তাঁদের সবার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক)। তাঁদের পর হলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অপর সাহাবীগণ এবং তারপর হলো বাকী সব সাহাবীগণের স্থান।

(আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন)। তাঁরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) সাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সাহাবীগণ ঐ সব ব্যাপারে মুজতাহিদ ছিলেন। যাদের ইজতেহাদ সঠিক ছিল তাঁরা দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী, আর যাদের ইজতিহাদে ভুল ছিল তাঁরা এক গুণ সাওয়াবের অধিকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তাঁর বংশধরদের ভালবাসেন এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা মুমিনগণের মাতৃকুল রাসূলুল্লাহর সহধর্মিনীদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের সকলের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন।

এভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নিজেদেরকে রাফেজীদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। রাফেজীরা রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং তাঁদের প্রতি কুটক্তি উচ্চারণ করে। অপর পক্ষে তাঁরা আহলে বায়াতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করে এবং তাঁদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্থানের আরো উপরে মর্যাদা প্রদান করে। এইভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐ সমস্ত নাসিবীদের নীতি থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন, যারা, কোন কোন কথা ও কাজের দ্বারা আহলে বায়'আতকে যন্ত্রণা প্রদান করে। আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা উল্লেখ করেছি সমস্তই সেই বিশুদ্ধ আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণ করেছেন। এটিই নাজাতপ্রাপ্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা, যাদের সম্পর্কে নবী করীম (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেনঃ

((لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضرهم من خذلهم حتى يـأتي أمر الله سبحانه)).

অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে টিকে থাকবে। কারো অপমান, অত্যাচার তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) সমুপস্থিত হবে। তিনি আরো বলেনঃ

((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقو كلها في النار إلاّ واحدة)).

অর্থঃ "ইহুদী সম্প্রদায় একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি ব্যতীত সবক'টি দলই জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কোন্ দল হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ

((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)).

অর্থঃ "যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসৃত নীতির উপর চলবে।"

এই নীতিই সেই আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের নামান্তর যার উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা এবং তার পরিপন্থী বিষয় হতে সতর্ক থাকা সকলের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। আর যারা এই আকীদা হতে পথভ্রষ্ট এবং এর বিপরীত পথে পরিচালিত, তারা বহু দলে বিভক্ত। যথাঃ মূর্তিপূজক, ফেরেশতা, আওলিয়া, জ্বিন, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির ইবাদতকারীগণ। এসব লোক আল্লাহর রাসূলদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁদের বিরোধিতা ও শত্রুতা করেছে- যেমনটা করেছে কুরাইশ ও বিভিন্ন আরব গোত্র আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে। তারা তাদের মা'বূদদের কাছে স্বীয় অভাব পূরণের, রোগ মুক্তি ও শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য প্রার্থণা জানাতো

এবং এই মা'বূদদেরই উদ্দেশ্যে জবাই ও মানত নিবেদন করতো। ফলে, যখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ইবাদত খালেছ করার জন্য আহ্বান জানালেন তখনই তারা এই আহ্বানকে অস্বাভাবিক মনে করে এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলো এবং বলতে লাগলোঃ

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

অর্থঃ "সে কি বহু মা'বূদের পরিবর্তে মাত্র এক মা'বূদ বানিয়ে নিল? এ তো এক নিশ্চিত অদ্ভুত ব্যাপার।" (সূরা ছোয়াদ-৫)

অনন্তর, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকতে থাকেন এবং শিরক থেকে ভীতি প্রদর্শন ও তাদের কাছে স্বীয় আহ্বানের হাকীকত বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে হিদায়াত দান করেন এবং পরে তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। এইভাবে রাসূলে করীম (ﷺ), তাঁর সাহাবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী তাবেয়ীনদের ধারাবাহিক প্রচার ও দীর্ঘ সংগ্রামের পর আল্লাহর দ্বীন অন্যান্য সমুদয় ভ্রান্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী বেশে আত্ম প্রকাশ করলো।

অতপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার শিকারে নিপতিত হওয়ার ফলে এমন হলো যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ আম্বিয়া-আওলিয়াগণের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি, তাদের নামে ডাকা, তাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা সহ অন্যান্য শিরকের মাধ্যমে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের দ্বীনে ফিরে গেল। তারা কালেমা-"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর প্রকৃত অর্থ এতটুকু অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিল, যতটুকু আরবের কাফেরগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়।

অজ্ঞতার প্রাধান্য ও নবুওয়াতের যুগ হতে দূরত্বের ফলে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে উক্ত শিরক ছড়িয়ে রয়েছে। আজকের এই মুশরিকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণা হুবহু পূর্ববর্তী মুশরিকদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল তাদের কথা ছিল-

﴿هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه﴾

অর্থঃ "তারা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"

(সূরা ইউনুস-১৮)

তাদের একথাও ছিল-

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

অর্থঃ "আমরা তো এগুলির ইবাদত এজন্য করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।" (সূরা যুমার-৩)

আল্লাহ তা'আলা এ ভ্রান্তির অপনোদন করে স্পষ্ট বলে দিলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন কারো ইবাদত করা সে যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করার নামান্তর। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه﴾

অর্থঃ "তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তদুপরি তারা বলে যে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস-১৮)

আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেনঃ

﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "(হে রাসূল) তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পূত-পবিত্র, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি বহু উর্দ্ধে।" (সূরা ইউনুস-১৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ওলী, পয়গাম্বর বা অন্য কারো ইবাদত করা মহাশিরক, যদিওবা শিরককারীরা এর অন্য নাম দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলেঃ আমরা তো এদের ইবাদত এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।" (সূরা যুমার-৩)

আল্লাহ পাক তাদের উত্তরে বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

অর্থঃ "তারা যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এর ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না যে জঘন্য মিথ্যুক, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" (সূরা যুমার-৩)

উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক একথাটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, দু'আ, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ আল্লাহ পাকের সাথে কুফরী করা এবং তাদের মা'বূদগণ তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসবে। এ কথাটি তাদের একটি জঘন্যতম মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

বিশুদ্ধ আকীদার পরিপন্থী ও আল্লাহর রাসূলগণ (তাঁদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী একটি মতবাদ হলো বর্তমান কালে নাস্তিকতা ও কুফরীর ধ্বজাবাহী মার্কস-লেনিন প্রমুখ পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদ। তারা একে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য যে কোন নামেই প্রচার করুক না কেন, এইসব নাস্তিকদের মূলমন্ত্র হলোঃ মা'বূদ বা উপাস্য বলতে কেউ নেই এবং এই পার্থিব জীবন একটি বস্তুগত ব্যাপার মাত্র। পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি তাদের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। তাদের বই পুস্তক পর্যালোচনা করলে একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিঃসন্দেহে এটা সমস্ত ঐশী ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক মতবাদ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে এর অনুসারীদের এক চরম অশুভ পরিণতির দিকে পরিচালিত করছে।

এইভাবে সত্যের পরিপন্থী আরেকটি মতবাদ হলোঃ কোন কোন বাতেনী ও সুফীবাদীদের এই বিশ্বাস যে, তথাকথিত কোন ওলী এ সৃষ্ট জগতের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর শরীক রয়েছেন। তারা তাদেরকে কুতুব, ওতদ, গাওস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তারাই স্বীয় মা'বূদদের জন্যে এসব নাম উদ্ভাবন করেছে। আল্লাহর প্রভুত্বে এটি একটি জঘন্যতম শিরক। ইহা ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের শিরক থেকেও জঘন্য। কেননা, আরবের কাফেরগণ আল্লাহর প্রভূত্বে শিরক করেনি, তাদের শিরক ছিল ইবাদতে এবং তাও ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দের অবস্থায়। দূর্যোগ অবস্থায় তারা ইবাদত আল্লাহর জন্যেই খালেছ করে নিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "যখন তারা জলযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন আল্লাহ তাদেরকে স্থলে ভিড়ায়ে উদ্ধার করে নেন তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।" (সূরা আনকাবূত-৬৫)

প্রভূত্বের প্রশ্নে তারা স্বীকার করতো যে, ইহা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

অর্থঃ "আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। (সূরা যুখরুফ-৮৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾

অর্থঃ "বল, আকাশ ও পৃথিবী হতে কে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন এবং কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে? আর কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বল, তবুও কি তোমারা সাবধান হবে না?" (সূরা ইউনুস-৩১)

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আয়াতের সংখ্যা অনেক রয়েছে।

এদিকে পরবর্তীকালের মুশরিকগণ পূর্ববর্তীদের চেয়ে আরো দুটি বিষয়ে অগ্রগামী রয়েছে।

প্রথমতঃ তাদের কেউ কেউ আল্লাহর প্রভূত্বে শিরক করে।

দ্বিতীয়তঃ সুদিনে ও দুর্দিনে উভয় অবস্থায় তারা শিরক করে।

একথা কেবল ঐসব লোকেরাই ভাল করে জানতে পারবে যারা ওদের সাথে মিশে স্বচক্ষে তাদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ লাভ করবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ঐসব ক্রিয়া কান্ড অবলোকন করবে যা মিশরস্থ হুসাইন, বাদাভী গংদের কবরে, ইডেনস্থ ইদরূসের কবরে, ইয়ামনে আল হাদীর কবরে, সিরিয়ায় ইবনে আরাবীর কবরে, ইরাকে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর কবরসহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রের আশে পাশে দৈনন্দিন ঘটে চলেছে। এসব স্থানে সাধারণ লোকেরা মৃতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করছে এবং সেখানে আল্লাহর বহু অধিকার খর্ব করছে। অথচ অতি অল্প লোকই তাদের এসব অপকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রকৃত তাওহীদের বাণী তাদের কাছে উপস্থাপিত করার সাহস পায় যে তাওহীদের বাণী সহকারে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণকে (তাদের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক) প্রেরণ করেছেন।

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

অর্থঃ "(আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।)"

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ঐসব লোককে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের মধ্যে সৎপথে আহ্বানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। আর মুসলমান শাসকবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামকে শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এর যাবতীয় উপকরণ নির্মূল করার তৌফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি সন্নিকটে।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী আরও কয়েকটি আকীদা হলো জাহমিয়াহ, মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীদের মতবাদসমূহ। এরা মহামহিম আল্লাহর প্রকৃত গুণাবলী অস্বীকার করে এবং তাঁকে সুসম্পূর্ণ ও নিখুঁত গুণাবলী থেকে বিমুক্ত বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীনতা, জড়তা

ও অসম্ভাব্য গুণে বিশেষিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাদের এসব অপবাদ হতে বহু উর্দ্ধে।

এতদ্ব্যতীত, যারা আল্লাহর কোন কোন গুণ প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপর কোন কোন গুণ অস্বীকার করে তারাও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ আশাআরী পন্থীদের নাম উল্লেখ করা যায়। কেননা, কিছু সংখ্যক গুণের স্বীকৃতির মধ্যেই তাদের পক্ষে ঐ সব গুণাবলীর অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো তারা সরাসরি উপেক্ষা করতঃ তার প্রমাণাদিও অপব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তারা শ্রুত ও প্রমান্য উভয় প্রকার দলীলগুলোর বিরোধীতা এবং পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের ঘুর্ণিপাকে নিপতিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লাহর ঐ সমস্ত পবিত্র নাম ও নিখুঁত গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে যেগুলো নিজের জন্য তিনি স্বয়ং তা তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে এমনভাবে পূত-পবিত্র রাখেন যাতে তা'তীল বা গুণ বিমুক্তির কোন লেশ থাকে না। এভাবে তারা এ সম্পর্কে সমুদয় প্রমাণাদির উপর আমল করতে সক্ষম হয় এবং এর কোনরূপ বিকৃতি বা তা'তীল না করে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস থেকে নিরাপদ থাকে। এই বিশ্বাসই দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায় এবং এটিই হলো, সেই "সীরাতে মুস্তাকীম" যার পথিক ছিলেন পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মত ও তাদের ইমামবর্গ। একথা অতীব সত্য যে, পরবর্তী লোকগণ কেবল সে পথেই পরিশুদ্ধ হতে পারে, যে পথে তাদের পূর্ববর্তীরা পরিশুদ্ধ হয়ে গেছেন। আর সে পথটি হলো- 'কুরআন ও সুন্নাতের সঠিক অনুসরণ এবং এতদোভয়ের পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জন করে চলা।'

আল্লাহই আমাদের তাওফীক দাতা, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং পরমোত্তম প্রভূ। তিনি ব্যতীত কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই। আল্লাহ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা এবং গণক ও জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল তাঁর পরিবার, সাহাবা ও যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের উপর।

যে মূলভিত্তির উপর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর (তাঁর উপর সর্বোত্তম রহমত ও পবিত্র শান্তি বর্ষিত হোক) দাওয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা হল তাওহীদে বিশ্বাস। আর মূলতঃ এই কেন্দ্র বিন্দু থেকেই সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াত বিস্তৃত লাভ করেছে। আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।" (সূরা নাহলঃ ৩৬)

আর এই বিশ্বাসের মূল কথা হল সর্বপ্রকার বিদ'আত ও বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কেননা সমস্ত মুসলমানের উপর অপরিহার্য হল দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানবান হওয়া এবং ইসলামী বিধান মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করা।

এই উম্মতের পূর্বসূরী প্রথম যুগের মুসলমানরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক পথের উপর ছিল। আর তা এজন্য যে তাদের

সমস্ত আমল বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন।

অতপর যখন অধিকাংশ মুসলমান তাদের আকীদা ও আমল সমূহের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়ল তখন তারা আকীদা, মাযহাব, রাজনীতি, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের এই পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে বিদ'আত বাতিল ও যাদু বিদ্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর ইহাই ইসলামের শত্রুদের সুযোগ করে দিয়েছে, ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কুটুক্তি করতে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলমান আলেমগণ তাদের লিখনীর মাধ্যমে এই সমস্ত বিদ'আত থেকে সাবধান করেছেন। আমিও তিনটি পুস্তিকার মাধ্যমে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করলাম।

প্রথমঃ নবী (ﷺ)এর নিকট সাহায্য কামনা করার বিধান।

দ্বিতীয়ঃ জ্বীন ও শয়তানের নিকট সাহায্য চাওয়া ও তাদের নামে মান্নত করার বিধান।

তৃতীয়ঃ বিদ'আতী ও শিরকী দরূদ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার বিধান।

সাউদী আরবের ইসলামী গবেষণা দাওয়াত ও ফতোয়া বিভাগ এই পবিত্র ভূমিতে ইসলামী দাওয়াতের একটি মশাল।

প্রিয় পাঠক! আপনার সামনে এই তিনটি পুস্তক পেশ করার মধ্যমে বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পাঠকের সংস্কৃতি ও ইসলামী সঠিক জ্ঞানের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমরা সর্বোচ্চ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি, যে এর মাধ্যমে যেন তিনি তাঁর বান্দাদেরকে উপকৃত করেন।' আল্লাহই তৌফিক দাতা, আল্লাহ্ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ তাঁর পরিবার ও সাথীগণের প্রতি।

প্রথম পুস্তিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (ﷺ) তাঁর পরিবার, সাথীগণের এবং যারা তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে তাদের উপর।

কুয়েত ভিত্তিক আল-মুজতামা নামক ম্যাগাজিনের ১৯-৪-১৩৯০ হিজরীর ১৫তম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতা যার শিরোনাম ছিল "পবিত্র নবীর জন্মবার্ষিকী স্মরণে"। কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নবী (ﷺ) এর নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া যেন তিনি এই উম্মতকে তাদের মধ্যে যে, দলাদলী ও মতভেদ দেখা দিয়েছে তা থেকে রক্ষা করেন। আমীনা নামক লেখিকা তা লিখেছে। নিচে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ

হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন এখানে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আর যারা এ আগুন জ্বালিয়েছে তাকেও সে জ্বালিয়ে দিতেছে।

হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই উম্মতকে রক্ষা করুন, যাদের রাতের ভ্রমণ সন্দেহের অন্ধকার দীর্ঘ হয়ে গেছে।

হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই উম্মতকে রক্ষা করুন যাদের উজ্জ্বলতাকে আজ আফসোসে ধ্বংস করে দিয়েছে।

লেখিকা আরোও বলেছে যে, তুমি তোমার সাহায্যকে দ্রুতগামী কর, যেমন বদরের দিন করে ছিলা। যখন তুমি তোমার প্রভুকে ডেকে ছিলা। ফলে দুর্বলরা বিজয়ী হয়েছিল। কেননা আল্লাহর সৈন্যরা এমন যে তাদেরকে তুমি দেখবে না।

আল্লাহু আকবার! এভাবে এই লেখিকা রাসূল (ﷺ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছে যেন তিনি এই উম্মতকে রক্ষার জন্য দ্রুত সাহায্য করেন। আর এটা তার ভুল বা অজ্ঞতার কারণেই হয়েছে। সে জানেনা যে, সাহায্য একমাত্র আল্লাহরই হাতে নবী (ﷺ) বা কোন সৃষ্টির হাতে নয়। আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

অর্থঃ "আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।" (সূরা আলে ইমরান- ১২৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ﴾

অর্থঃ "যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন তবে তাঁর পরে কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে।" (সূরা আলে ইমরান- ১৬০)

দলীল ও উলামাগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, স্রষ্টা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। আর কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ঐ ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে এবং ঐ পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে।

আল্লাহর বাণী-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত-৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।" (সূরা নাহল-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রতি এই নির্দেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া-২৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿الر- كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، الأَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾

অর্থঃ "আলিফ-লাম-রা। ইহা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ মজবূত। অতপর তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানীর পক্ষ হতে। যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো

ইবাদত না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। (সূরা হূদ-১,২)

এই মজবূত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু এককভাবে তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সমস্ত রাসূলগণকে (তাদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) এই ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা ও তার বিপরীত পদ্ধতি থেকে সাবধান করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তাঁর কিতাবের আয়াত সমূহকে তিনি মজবূত করেছেন এবং তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে করে তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত না করা হয়।

আরও ইবাদত হল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ। বহু আয়াতে আল্লাহ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যেঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾

অর্থঃ "তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যিনাহ-৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা শুধু তারই ইবাদত করবে।" (সূরা বানী ইসরাইল-২৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থঃ "সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। জেনে রেখ নির্ভেজাল আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।" (সূরা যুমার-২, ৩)

এ মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে একনিষ্ঠ ভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা ওয়াজিব হওয়ার কথা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত যেমন- নবী ইত্যাদি পরিত্যাগ করার কথা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবাদতের প্রকার সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক ইবাদত হল দু'আ, তাই তা একনিষ্ঠ ভাবে এক আল্লাহর জন্য করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফেররা এটা অপছন্দ করে।" (সূরা গাফির-১৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

অর্থঃ "এবং নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমারা অন্য কাউকেও ডেকো না।"

(সূরা জ্বীন-১৮)

এখানে নবীগণসহ সমস্ত সৃষ্টিজীবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা (احدًا) শব্দটি (আরবী গ্রামার অনুযায়ী) অনির্দিষ্ট শব্দ যা না বোধক শব্দের পরে এসেছে। ফলে এখানে স্বাভাবিক কারণে আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জীবকে শামীল করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ﴾

অর্থঃ "আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করো না যা না তোমার কোন উপরকার করতে পারে, না কোন অপকার।" (সূরা ইউনুস-১০৬)

এখানে নবী (ﷺ) কে সম্বোধন করা হয়েছে, আর একথা সকলেরই জানা যে, আল্লাহ্ তাঁকে শিরক থেকে সংরক্ষণ করেছেন। অতএব এখানে অন্যদেরকে শিরক থেকে সাবধান করা উদ্দেশ্য। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থঃ "যদি তুমি তা কর (শিরক) তবে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুস-১০৬)

আদম সন্তানদের সরদার (তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) তিনি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ করেন তাহলে তিনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। তাহলে অন্যদের কি অবস্থা! সাধারণভাবে যুলম শব্দের অর্থ হয় বড় শিরক। যেমন- আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

অর্থঃ "আর কাফেররাই অত্যাচারী।" (সূরা বাকরা-২৫৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান-১৩)

এ আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মৃত মানুষ, বৃক্ষ, মূর্তি ইত্যাদির নিকট দু'আ করা আল্লাহর সাথে শিরক করা। আর তা আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যের বিপরীত। আর এ উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং এপথে দাওয়াত দেওয়ার জন্যই আল্লাহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আর (لا إله إلا الله) অর্থও তাই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার করে এবং সমস্ত ইবাদত শুধু এক আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। যেমন- আল্লাহর বাণীঃ

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

অর্থঃ "ইহা এজন্যই যে, আল্লাহ তিনিই সত্য এবং তাঁরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা অসত্য। এবং আল্লাহ তিনি সমুচ্চ, মহান।" (সূরা হজ্জ-৬২)

ইহাই দ্বীনের মূল এবং জাতির মেরুদন্ড। এই মূল শুদ্ধ না হলে ইবাদত ও শুদ্ধ হবে না। যেমন- আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এ অহী হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তাহলে অবশ্যই তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা যুমার-৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ "আর তারা যদি শিরক করত তবে তারা যা কিছু করত সবই নিষ্ফল হত।" (সূরা আন'আম-৮৮)

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো দুটিঃ (১) শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করা (২) তাঁর নবী ও রাসূল (ﷺ) এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা। আর ইহাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই।) এই সাক্ষ্যের অর্থ।

যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তি, নবী ইত্যাদির নিকট দু'আ করে বা মূর্তি, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদি সৃষ্টির নিকট দু'আ করে বা তাদের নিকট সাহায্য কামনা করে, যবাহ্ এবং মান্নত মানার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য কামনা করে বা তাদের নিকট নামায পড়ে বা তাদেরকে সিজদা করে, সে অবশ্যই আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে প্রভূ হিসাবে গ্রহণ করল এবং তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করল। আর তা এই মূল ভিত্তিকে বিনষ্ট করে এবং তা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থের বিরোধী।

এমনিভাবে যে দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করল যে ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ নেই সে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে নাই।

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾

অর্থঃ "আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, অতপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।" (সূরা ফুরকান-২৩)

এগুলো ঐ সমস্ত লোকদের কর্ম যারা আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এমনিভাবে যারা এমন বিদ'আত করে যে ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ নেই এই কাজগুলো কিয়ামতের দিন বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত হবে। কেননা ইহা পবিত্র শরীয়ত বিরোধী।

নবী (ﷺ) বলেনঃ যে আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিস্কার করল যা এ দ্বীনের অংশ নয় তা অগ্রহণীয়। (বুখারী, মুসলিম)

এই লিখিকা সে তার সাহায্য ও দু'আ প্রার্থনা করেছে রাসূল (ﷺ) এর নিকট। সাথে সাথে বিমুখ হয়েছে রাব্বুল আলামীন থেকে যার হাতে সাহায্য, উপকার, অপকার তিনি ব্যতীত অন্য কারও হাতেই এগুলো নেই। সন্দেহাতীতভাবে ইহা বড় যুলুম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট দু'আ কারীদের দু'আ কবূল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আর যে তা করতে অহংকার করবে সে জাহান্নামী বলে সতর্ক করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থঃ "তোমাদের প্রতিপালক বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা গাফির-৬০)

আয়াতে বর্ণিত (داخرين) শব্দের অর্থঃ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, দু'আ ইবাদত। আর যে অহংকারবশত এ থেকে বিরত থাকবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আল্লাহর নিকট দু'আ করতে অহংকারকারীর যদি এ অবস্থা হয় তাহলে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ করে এবং তাঁর নিকট দু'আ থেকে বিমুখ হয় তার অবস্থা কি?

আল্লাহ পাকও পবিত্র তিনি তার জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের অতি নিকটে এবং তিনিই সব কিছুর মালিক ও সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

অর্থঃ "এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদেরকে বলে দাও: নিশ্চয়ই আমি তাদের সন্নিকটবর্তী, কোন প্রার্থনাকারী যখনই আমার নিকট প্রার্থনা করে তখনই আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, তাহলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।" (সূরা বাকারা-১৮৬)

সহীহ হাদীসে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "দু'আ-ই ইবাদত।" এমনিভাবে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর তখন তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর তখন তুমি তাকে সামনে পাবে। যখন তুমি কিছু চাইবে তখন তা আল্লাহর নিকট চাও। আর যখন কোন সাহায্য কামনা করবে তখন তা আল্লাহর নিকট কামনা কর। (তিরমিযী)

তিনি (ﷺ) আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহান্নামী। (বুখারী ও মুসলিমে নবী (ﷺ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন যে, কোন পাপ সবচেয়ে বড়? উত্তরে তিনি বললেনঃ তুমি আল্লাহর কোন সমকক্ষতা নির্ধারণ কর, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে বর্ণিত, (النِّد)শব্দের অর্থ সমকক্ষ বা অনুরূপ।

অতএব যে-ই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করবে। সাহায্য কামনা করবে, মানত মানবে, কুরবানী করবে, বা উপরে উল্লেখিত ইবাদত সমূহের মধ্যে বা অন্য কোন প্রকার ইবাদত করবে। সে তাকেই আল্লাহর সমকক্ষ করল। এখন চাই সে কোন অলী হোক বা নবী হোক বা বাদশাহ হোক বা জিন হোক বা, মূর্তি হোক বা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি জীবই হোক না কেন।

কিন্তু জীবিত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত বিষয়ে তারা ক্ষমতাবান সে সমস্ত বিষয়ে যদি তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে তা শিরক হবে না। বরং তা স্বাভাবিক কাজ-কর্ম হিসাবে গণ্য হবে যা

মুসলমানদের জন্য বৈধ। যেমন- মূসা (عليه السلام) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

অর্থঃ "তাঁর (মূসার) দলের লোকটি তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলো।" (সূরা কাসাস-১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾

অর্থঃ অতপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে (মিশর) থেকে বের হয়ে গেল।" (সূরা কাসাস-২১)

যেমন- যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ তার সাথীর নিকট সাহায্য চায়, এমনিভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মানুষ পরস্পরের নিকট সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ তাঁর নবী (ﷺ) কে নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন তাঁর উম্মতবর্গকে জানিয়ে দেন যে তিনি কারও উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না। তাই তিনি সূরা জ্বিনের মধ্যে বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾

অর্থঃ "বল! আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বল! আমি তোমাদের উপকার বা অপকারের মালিক নই।" (সূরা জ্বীন-২০,২১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থঃ "হে মুহাম্মাদ (ﷺ) তুমি বলে দাও! আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। এছাড়া আমি আমার নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল কিছুই করার ক্ষমতা রাখিনা। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম এবং কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা। (সূরা আ'রাফ-১৮৮)

এ অর্থে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ﷺ) শুধু তাঁর প্রভূরই নিকট দু'আ করতেন। বদরের দিনেও তিনি তাঁর প্রভূর নিকট সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় লাভের জন্য আল্লাহর নিকট গভীরভাবে দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হে প্রভূ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে তা আজ পূর্ণ কর। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) এসে বলেছেন যে, হে আল্লাহর রাসূল যথেষ্ট হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

অর্থঃ "স্মরণ কর সেই সংকটময় মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর

তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। (আর তিনি বলেছিলেন) আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব। যারা একের পর এক আসবে। এটা শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য আল্লাহ্ করেছেন। সাহায্য একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আনফাল-৯, ১০)

এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে, ইহাই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠিয়ে তাদের দু'আ কবূল করেছেন। অতপর ইহাও স্পষ্ট করেছেন যে, এই সাহায্য ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে ছিল না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ এবং অন্তরের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠিয়েছেন। মূলতঃ সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেনঃ

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

অর্থঃ "সাহায্য মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।" (সূরা আলে ইমরান-১২৬)

সূরা আলে ইমরানের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থঃ "আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন। যখন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা আল-ইমরান-১২৩)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, বদরের দিন তাদের সাহায্যকারী তিনিই ছিলেন। অতএব এ থেকে বুঝা

গেল যে, তাদেরকে যে অস্ত্র, শক্তি এবং ফেরেশ্‌তাগণের **মাধ্যমে** সাহায্য করা হয়েছিল তা সবই ছিল বিজয়ের মাধ্যম ও সুসংবাদ এবং অন্তরের তৃপ্তি। কিন্তু এগুলো স্বয়ং সাহায্যকারী ছিল না। বরং সাহায্য হয়ে থাকে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাহলে এই লেখিকা বা অন্যদের জন্য কি করে বৈধ হবে যে সে আল্লাহ বিমুখ হয়ে সাহায্য ও বিজয় কামনা করবে, নবী (ﷺ) এর নিকট। অথচ আল্লাহই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং সব কিছুর মালিক।

সন্দেহাতীতভাবে ইহা ঘৃণিত বর্বরতা; বরং বড় শিরকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব লেখিকার উচিত আল্লাহর নিকট খালেস ভাবে তাওবা করা। আর তা হতে হবে কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তা পরিত্যাগ ও পুনরায় আর তা করবে না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে, আল্লাহকে বড় জেনে একনিষ্ঠতার সাথে তার নির্দেশ মেনে নিয়ে এবং তার নিষেধ থেকে বিরত থেকে। আর ইহাই খালেস তাওবা। আর যদি সৃষ্টির হক নষ্ট করা হয়ে থাকে তাহলে তাওবার ক্ষেত্রে চতুর্থ আরও একটি জিনিস লাগবে। আর তাহল হকদারের নিকট তার প্রাপ্য পৌছিয়ে দেয়া অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাওবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেউ তাওবা করলে তা কবূলেরও অঙ্গীকার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর। যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর-৩১)

খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তিনি বলেনঃ

﴿أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থঃ "তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে না, আল্লাহ্ তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"

(সূরা মায়েদা-৭৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

অর্থঃ "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপকে পূণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ফুরকান-৬৮, ৭০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

অর্থঃ "তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।" (সূরা শুরা-২৫)

সহীহ্ সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। এমনিভাবে তাওবা করলেও পূর্ববর্তী পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। শিরকের ভয়াবহতা ও তা সবচেয়ে বড় গোনাহ হওয়ার কারণে এবং এই লেখিকার লিখনীর দ্বারা মানুষ ধোকা প্রাপ্ত হবে এই ভয়ে আল্লাহর জন্য এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপদেশ দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণে, আমি এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি লিপিবদ্ধ করেছি। আমি আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি এর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। আমাদেরকে ও সকল মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি করেন। আমাদের সকলকে দ্বীন বুঝা ও তার উপর আটল থাকার তাওফীক দেন। আমাদেরকে এবং মুসলমানদেরকে কু-প্রবৃত্তি ও আমাদের অপকর্মসমূহ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই এর তাওফীকদাতা ও তার উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ দরূদ ও সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর পরিবার ও সাথীগণের উপর।

দ্বিতীয় পুস্তিকা

জ্বীন ও শয়তানের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং তাদের জন্য মান্নত করার বিধান।

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত মুসলমানদের প্রতি যারা ইহা দেখতেছে। আল্লাহ আমাকে এবং তাদেরকে তাঁর দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ করে থাকার এবং এর উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমাকে কিছু ভাই প্রশ্ন করেছে যে, কিছু অজ্ঞ লোকের কর্ম সম্পর্কে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট দু'আ করে থাকে এবং তাদের বিপদাপদের সময় ওদের নিকট সাহায্য চায়। যেমনঃ জ্বিনের নিকট দু'আ চাওয়া, তাদের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য মান্নত করা, তাদের জন্য কোরবানী করা ইত্যাদি কর্মসমূহ। এমনিভাবে তাদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, "হে সাত ইহা গ্রহণ কর"। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল জ্বীনদের সাত নেতা। হে সাত তার সাথে এই আচরণ কর। তার হাড্ডি ভেঙ্গে দাও, তার রক্ত পান কর, তার ব্যাশ ধর। আবার তাদের অনেকে বলেঃ হে দুপরের জ্বীন তাকে ধর, বা বলে হে বিকালের জ্বিন তাকে ধর। এগুলো বিভিন্ন স্থানে বহু পরিমানে দেখা যায়। এখানে যেটা মূল বিষয় তাহল মৃত নবী, সৎলোক ইত্যাদির নিকট দু'আ করা। ফেরেশ্‌তাদের নিকট দু'আ করা এবং তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া। এর সবগুলোই বা এর অনুরূপ বিষয়সমূহ বহু নামধারী

মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। সেটা হয়ত বা তার অজ্ঞতার কারণে বা, পূর্ববর্তীদের অনুসরণের জন্য। হয়তো বা অনেকে এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রকাশ করেছে। একথা ভেবে যে, এটা লোক মুখে চালু আছে কিন্তু এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং আমরা তা বিশ্বাস ও করিনা। আমাকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যারা এ সমস্ত কাজ করে তাদের সাথে বিয়ে, তাদের কোরবানী, তাদের জানাযার নামায বা তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয কিনা? এবং যাদুকর ও গণকদেরকে বিশ্বাস করা এবং যারা দাবী করে যে, রুগীর ব্যবহৃত কোন পোশাক যেমন পাগড়ী, পায়জামা ওড়না ইত্যাদি দেখেই তার রোগ সম্পর্কে বলতে পারে তাদের বিধান কি?

উত্তরঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি যার পর আর কোন নবী নেই এবং তাঁর পরিবার, সাথীগণ, ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

আল্লাহ জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা শুধু তারই ইবাদত করে। তিনি ব্যতীত অন্য কারও নয়। দু'আ, সাহায্য কামনা, কোরবানী, মান্নত মানা সহ সমস্ত ইবাদত খালেসভাবে তাঁর জন্য করবে। রাসূলগণ ও এই নির্দেশ বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আসমানী গ্রন্থসমূহ যার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোরআনুল কারীমও এর বর্ণনা করা এবং এ পথে দাওয়াত ও মানুষকে আল্লাহর সাথে শিরক ও তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে সাবধান করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

আর ইহাই একমাত্র মূলনীতি এবং দ্বীন ও মিল্লাতের ভিত্তি আর ইহাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই) এই সাক্ষ্যের অর্থ। কেননা তার অর্থ হলঃ আল্লাহ ব্যতীত সত্য

কোন মা'বূদ নেই। তাহলে এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমস্ত উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা হল, আর তা হল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত।

এবং এই সাক্ষী প্রমাণ করে ইবাদত একমাত্র এক আল্লাহর জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির জন্য নয়। এ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাতে বহু দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি তারা শুধু আমার ইবাদত করবে এজন্য। (সূরা জারিয়াত-৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবেনা। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾

অর্থঃ "তারা আদিষ্ট হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে।" (সূরা বাইয়্যিনাহ-৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থঃ "তোমাদের প্রতিপালক বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমূখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা গাফির-৬০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

অর্থঃ "আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি অতি নিকটে, যখন কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করে, তখন আমি তা কবূল করি।" (সূরা বাকারাহ-১৮৬)

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, জ্বীন ও ইনসানকে তিনি শুধু তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত যেন অন্য কারও ইবাদত না করা হয়। قضى অর্থঃ নির্দেশ এবং উপদেশ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কোরআনুল কারীমে তাঁর রাসূল (ﷺ)এর যবানে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন শুধু তাদের প্রভূরই ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, দু'আ একটি বড় ইবাদত যে তা করতে অহঙ্কার করবে সে জাহান্নামী হবে এবং তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন শুধু তারই নিকট প্রার্থনা করে। তিনি ইহাও জানিয়েছেন যে, তিনি অতি নিকটে তাদের দু'আকে কবূল করেন। অতএব সমস্ত বান্দাদের উপর ওয়াজিব যে, তারা বিশেষভাবে শুধু তাদের প্রভুর নিকটই দু'আ করবে। কেননা ইহা ঐ ইবাদত সমূহের মধ্যে একপ্রকার ইবাদত যে জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তারা নির্দেশিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থঃ "তুমি বলে দাওঃ আমার নামায, কুরবানী, জীবন-মরণ সবই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসর্মপণ কারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (সূরা আন'আম-১৬২, ১৬৩)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ﷺ) কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তার নামায, কুরবানী (যবেহ) জীবন-মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যার কোন শরীক নেই।

অতএব যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করবে। এমনিভাবে যদি অন্যের নামে নামায পড়ে তাহলেও। কেননা আল্লাহ নামায ও কুরবানীকে সমপর্যায়ের করেছেন ও বলেছেন যে, এই উভয়ই তাঁরই জন্য যার কোন শরীক নেই। সুতরাং যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন জ্বীন, ফেরেশ্তা, মৃত ইত্যাদির জন্য যবেহ করে তাদের নৈকট্য লাভের জন্য, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নামায পড়ল। সহীহ হাদীসে নবী (ﷺ) বলেনঃ যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। ইমাম আহমদ, হাসান সনদে তারেক বিন সিহাব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ

"দুই ব্যক্তি এক জনপদ অতিক্রম করতেছিল, আর ঐ জনপদে কিছু মূর্তি রাখাছিল। তাদের নিয়ম ছিল ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম

করতে হলে তাদের মূর্তির নামে কিছু দিতে হবে। (জনপদবাসী) তাদের একজনকে বললঃ কিছু কুরবানী কর সে বললঃ আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি কুরবানী করব। তারা বললঃ একটি মাছি হলেও কুরবানী কর। অতপর সে একটি মাছি তার নামে দিল এবং তারা তার জন্য রাস্তা খুলে দিল। অতপর সে জাহান্নামী হল। অপর জনকে তারা বললঃ কিছু কুরবানী কর। সে বললঃ আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কুরবানী করিনা। তারা তখন তাকে মেরে ফেললঃ তখন সে জান্নাতী হল। যদি মূর্তির নামে একটি মাছি বা এ জাতীয় কিছু দেয়ার কারণে একজন মুশরিক হয়ে জাহান্নামী হয়। তাহলে যে, জ্বীন, ফেরেশ্‌তা, অলীর নিকট সাহায্য কামনা করে, তাদের নামে মান্নত করে, তাদের নৈকট্য কামনা করে। তাদের নামে কুরবানী করার মাধ্যমে। আর এ উসীলায় তার সম্পদ সংরক্ষণ বা রোগ মুক্তি বা তার ফসল, প্রাণী ইত্যাদি রক্ষা পাবে বলে মনে করে বা জ্বীনে ক্ষতি করবে এই জাতীয় কোন কিছুর ভয়ে এগুলি করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির যে মূর্তির নামে মাছি কুরবানী করে জাহান্নামী হয়েছিল তার তুলনায় সে অবশ্যই মুশরিক, জাহান্নামী।"

আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

অর্থঃ "অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ

ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(সূরা যুমার ২,৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না লাভ এবং বলে এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুত-পবিত্র ও মহান ঐ সমস্ত থেকে যাকে তারা তার শরীক করছে।" (সূরা ইউনুস-১৮)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত কতিপয় সৃষ্টিকে অলী হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা দু'আ, ভয়, আকাঙ্খা, যবেহ, মান্নত ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর সাথে তাদের ও ইবাদত করে। এমন করে যে, এই অলীরা তাদের ইবাদতকারীদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। তাদের ব্যাপারে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে তাদের ভ্রান্তির অপনোদন করে তাদেরকে মিথ্যুকে,

কাফের, মুশরিক নামে আখ্যায়িত করে নিজেকে তাদের শিরক থেকে মুক্ত করে বলেনঃ

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "তিনি পূত-পবিত্র ও মহান ঐ সমস্ত থেকে যাকে তারা তাঁর শরীক করছে।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

এ থেকে বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন ফেরেশ্‌তা, নবী, জ্বিন, বৃক্ষ, পাথরকে আল্লাহর সমকক্ষ করে তার নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা করে এবং তার নৈকট্য কামনায় তার জন্য মান্নত, যবেহ করে, আল্লাহর নিকট তার সুপারিশ কামনা করে, তার প্রিয় হতে চায় বা তার মাধ্যমে রুগীর রোগ মুক্তির কামনা করে বা, স্বীয় সম্পদ সংরক্ষণ বা অদৃশ্য ক্ষমতার নিরাপত্তা কামনা করে বা এই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রম করে তাহলে ঐ ব্যক্তি বড় শিরকে ও কঠিন ফিতনায় নিপতিত হবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ। যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।" (সূরা নিসা-৪৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় যে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদাহ-৭২)

কিয়ামতের দিন সুপারিশপ্রাপ্ত হবে তাওহীদপন্থী একনিষ্ঠ বাদীরা শিরক কারীরা নয়। যেমন নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সুপারিশ পাওয়ার মত সৌভাগ্য কার হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ খালেছ অন্তরে যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে। তিনি (ﷺ) আরও বলেনঃ প্রত্যেক নবীরই কিছু মাকবূল দু'আ রয়েছে। আর সব নবীগণই এই দু'আ পৃথিবীতে নিয়েছেন। কিন্তু আমি এই দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য রেখে দিয়েছি, যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। প্রথম যুগের মুশরিকরা এ বিশ্বাস রাখত যে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রভূ, স্রষ্টা, রিযিকদাতা। এর পরে তারা নবী, অলী, ফেরেশ্‌তা, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির পূজা করতঃ এ আশায় যে এরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। যেমনঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছে। তারপরও আল্লাহ এবং রাসূল তাদের এই আপত্তি গ্রহণ করেন নাই। বরং তাঁর মহাগ্রন্থে তাদের প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদেরকে কাফের, মুশরিক নামে আখ্যায়িত করেছেন। তারা যে, ধারণা করত যে, এ সমস্ত প্রভূরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে, তাদেরকে এই শিরকের কারণে রাসূল (ﷺ) তাদের সাথে ততক্ষণ জিহাদ করেছেন যতক্ষণ না তারা একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করেছে। আর তা করেছেন আল্লাহর বাণীর অনুসরণেঃ

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه﴾

অর্থঃ "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল-৩৯)

রাসূল (ﷺ) বলেনঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে জিহাদ করতে নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এগুলি করবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার পক্ষ হতে সংরক্ষিত হবে। ইসলামের নির্দেশ ব্যতীত সেখানে আর হস্তক্ষেপ করা হবে না। আর তাদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহর হাতে। রাসূল (ﷺ) এর বাণী, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিবে যে "আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।" এর অর্থ হলঃ যতক্ষণ না তারা আল্লাহরই জন্য ইবাদত করবে। অন্য কারও জন্য নয়। মুশরিকরা জ্বীনদের ভয়ে তাদের নিকট আশ্রয় চাইত। তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

অর্থঃ "অনেক মানুষ অনেক জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বীনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।" (সূরা জ্বীন-৬)

তাফসীরবিদগণ (فزادهم رهقا) এর তাফসীরে বলেছেনঃ "ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া" কেননা এতে জ্বীনেরা নিজেরা নিজেদেরকে খুব বড় মনে করত। যখন জ্বীনেরা দেখল যে, মানুষ তাদের নিকট আশ্রয়

চাইতেছে তখন তারা মানুষকে আরও বেশি বেশি ভয় দেখাতে লাগল। ফলে মানুষ আরও বেশি করে তাদের গোলামী ও তাদের স্মরণাপন্ন হতে লাগল।

আল্লাহ মুসলমানদেরকে এর বিকল্পে দিলেন তাঁর নিকট তাঁর পরিপূর্ণ কথাসমূহের মাধ্যমে। তার নিকট আশ্রয় চাওয়ার ব্যবস্থাপনা। আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন তাঁর বাণীঃ

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থঃ "যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর আশ্রয় চান, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা 'আরাফ-২০০)

এমনিভাবে আল্লাহর বাণীঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

অর্থঃ "বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার।" (সূরা ফালাক- ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

অর্থঃ "বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।" (সূরা নাস)

সহীহ সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ যে কোন স্থানে গেলে এই দু'আ পড়বেঃ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট সকল অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই। তখন ওখান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা থেকে মুক্তিকামী দ্বীন পালনে আগ্রহী, সর্বপ্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে আগ্রহীরা জানতে পারবে যে, মৃত ব্যক্তি, ফেরেশ্‌তা, জ্বীন ইত্যাদি সৃষ্টির সাতে সম্পর্ক রাখা, তাদের নিকট দু'আ চাওয়া, তাদের আশ্রয় কামনা করা ইত্যাদি সবই জাহেল, মুশরিকদের কাজ ও আল্লাহর সাথে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম শিরক।

অতএব সকলের জন্য ওয়াজিব তা ত্যাগ করা, এ থেকে সতর্ক থাকা, পরস্পর পরস্পরকে এ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়া। যে এ সমস্ত কাজ করে তার প্রতিবাদ করা। যারা এ সমস্ত কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাদের সাথে বিয়ে, তাদের যবেহ্ করা প্রাণী খাওয়া, তাদের জানাযা পড়া ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয় যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ ও এককভাবে তারই ইবাদত করে। আর দু'আও একটি ইবাদত বরং তা ইবদতের মূল। যেমন- নবী (ﷺ) বলেনঃ "দু'আই ইবাদত"। তিনি (ﷺ) থেকে অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে দু'আ ইবাদতের মূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

অর্থঃ "আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাস একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করে বলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা বাকারাহ-২২১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে মুশরিক মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেছেন। যারা মূর্তি, জ্বীন, ফেরেশ্‌তা ইত্যাদির পূজা করে। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ইবাদতে ঈমান আনে। রাসূল (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাঁর নির্দেশিত পন্থার অনুসরণ করে। এমনিভাবে মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলিম মহিলাদের বিবাহ দিতেও নিষেধ করেছেন। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা এক আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতে ঈমান আনে রাসূল (ﷺ) কে বিশ্বাস করে ও তাঁর অনুসরণ করে।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আরও বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক আযাদ নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও সে ঐ ব্যক্তির নিকট পছন্দনীয় হয় যে তাকে দেখেছে এবং তার কথা

শুনেছে। তার রূপ ও বচনভঙ্গীর জন্য। এমনিভাবে মুসলমান ক্রীতদাস মুশরিক আযাদ পুরুষের চেয়ে উত্তম। যদিও সে দেখতে, শুনতে, তার সাহিত্যিকতা, বাহাদূরী ইত্যাদি পছন্দ হোক না কেন। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা এই পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করে বলেনঃ

﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾

অর্থঃ "তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে।"অর্থাৎ "মুশরিক নর ও নারীরা, কেননা তারা তাদের কথা ও কাজ, চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে মুসলমান নর ও নারী তাদের চরিত্র, কাজের মাধ্যমে জান্নাতের দিকে ডাকে। তাহলে এরা এবং তারা কি করে সমান হবে?"

মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

অর্থঃ "আর তাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও জানাযার নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা তাওবা-৮৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফেক ও কাফেরের জানাযার নামায পড়া যাবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। এমনিভাবে তাদের পিছনে নামাযও পড়া যাবে না। তাদেরকে মুসলমানদের ইমাম ও বানানো যাবে না। কেননা তারা কুফরী করেছে। তারা আমানতদার

নয়, আর মুসলমান ও তাদের মাঝে রয়েছে বিরাট শত্রুতা, কেননা তারা নামাযী ও ইবাদতকারী নয়। তাদের শিরক ও কুফরীর কারণে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন এ থেকে বাঁচান।

মৃত প্রাণী ও মুশকিদের যবেহকৃত প্রাণী হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُــونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "যে সব জন্তু (যবেহ করার সময়) আল্লাহ নাম উচ্চারিত হয় নাই সেগুলো ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের খাদ্য ভক্ষণ কর তা হলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" (সূরা আন'আম-১২১)

এখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মৃতপ্রাণী ও মুশরিকদের যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সে নাপাক। অতএব তার যবেহ মৃতের সমতুল্য। যদিও সে তা আল্লাহর নামে যবেহ করুক না কেন। কেননা তার মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হওয়া মূল্যহীন। কেননা ইহা ইবাদত। আর শিরক সমস্ত ইবাদতকে ধ্বংস ও বাতিল করে দেয়। যতক্ষণ না মুশরিক আল্লাহর নিকট তাওবা করে। কিন্তু আহলে কিতাবদের খাদ্যকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন। তার এই বাণীর মাধ্যমেঃ

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾

অর্থঃ "আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।" (সূরা মায়িদাহ-৫)

কেননা তারা ঐশী দ্বীনের কথিত অনুসারী, তারা ধারণা করে যে তারা মূসা ও ঈসা (عليهما السلام) এর অনুসারী। যদিও এটা তাদের মিথ্যা দাবী মাত্র। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণের মাধ্যমে ঐ সমস্ত দ্বীন রহিত ও বাতিল করে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের জন্য আহলে কিতাবদের খাদ্য ও মহিলাদের হালাল রেখেছেন কোন বড় হিকমাত ও গুরুত্বের কারণে।

জ্ঞানীগণ ইহা স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন। আর ইহা মুশরিকদের বিপরীত। যারা মূর্তি, নবী, অলী ইত্যাদির পূজা করে। কেননা সন্দেহাতীতভাবে তাদের ধর্মের কোন ভিত্তি নেই। বরং তার ভিত্তিই ভ্রান্ত। তাই তাদের যবেহ মৃত প্রাণীর ন্যায় যা খাওয়া বৈধ নয়।

আর কোন ব্যক্তি কাউকে যদি সম্বোধন করে এই বলে যে "তোমাকে জ্বীনে ধরেছে" "জ্বীন তোমার উপর ভর করেছে" জ্বীনে তোমাকে আছর করেছে" ইত্যাদি। এগুলো গালি-গালাজের অন্ত র্ভুক্ত। ইহা মুসলমানদের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাও অন্যান্য গালি-গালাজের ন্যায়। তবে তা শিরক নয়। কিন্তু একথা বলার সময় যদি সে এ বিশ্বাস রাখে যে, জ্বীন মানুষের উপর তার ইচ্ছা স্বাধীন আচরণ করে আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছা ব্যতীত। যে জ্বীন বা অন্যান্য সৃষ্টির ব্যাপারে এই বিশ্বাস করবে, এই বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক ও সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই উপকার ও

অপকারকারী। পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য, তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তুমি লোকদেরকে এই মূলভিত্তির কথা বলে দাও যে,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থঃ "আপনি বলুন! তুমি ঘোষণা করে দাও আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম। আর কোন অমঙ্গলই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী। (সূরা আ'রাফ-১৮৮)

সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সৃষ্টিকুলের সরদার (তাঁর উপর সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) যদি নিজের কোন উপকার বা অপকার করতে না পারে বরং আল্লাহ যা চান তাই হয় তাহলে অন্যদের কি অবস্থা! এ অর্থে বহু আয়াত রয়েছে।

গণক, যাদুকর, জ্যোর্তিবিদ ইত্যাদি যারা গায়েব জানে বলে দাবী করে, তাদের নিকট কোন গায়েবী বিষয় জানতে চাওয়া অন্যায় ও অবৈধ, তাদের কথা বিশ্বাস করাও বড় অন্যায় ; বরং তা কুফরীর একটা প্রকার।

নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসল এবং তার নিকট কোন কিছু জানতে চাইল তখন তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। (মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস সুলামী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি সে কুফরী করল। এ অর্থে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হলো গণক, যাদুকর, জ্যোর্তিবিদ যারা গায়েবের দাবীদার, মুসলমানদের কে ধোকা দিতে চায়, চাই সেটা চিকিৎসার নামেই হোক আর অন্য কোন নামেই হোক না কেন। তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকা।

পূর্ববর্তী হাদীস সমূহে নবী (ﷺ) এ থেকে নিষেধ ও সাবধান করেছেন। চিকিৎসার নামে যারা গায়েব জানে বলে দাবী করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমনঃ রোগীর পাগড়ী বা চাদর ইত্যাদির ঘ্রাণ নিয়ে বলে দেয় যে, এই রোগী এই এই কাজ করেছে। এমন গায়েবী কথা যার চিহ্ন তার পাগড়ী বা চাদরে নেই। কিন্তু এর দ্বারা সে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে চায়, যাতে করে তার বলে যে, হ্যাঁ সে ডাক্তারী জানে এবং বিভিন্ন রোগ ও তার কারণ তার জানা আছে। কখনো হয়ত বা কিছু ঔষধ ও দিয়ে দেয়। আর পূর্বে লিখিত ভাগ্য গুণে হয়ত বা কাজও হয়ে যায়। তখন তারা মনে করে যে, তার ঔষধের গুণেই ইহা হয়েছে। আর হয়ত বা রোগটাও ঐ জ্বীন ও শয়তানের কারণেই হয়েছিল। যারা এই কথিত চিকিৎসকের চামচামী করে। তারা তাকে কিছু গায়েবী সংবাদও দিয়ে থাকে। যে সম্পর্কে তারা জানতে পারে আর রোগীও তা বিশ্বাস করে। জ্বীন ও শয়তানরা এ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে এজন্য যেহেতু এখানে তার গোলামী হচ্ছে যা তার পছন্দ। জ্বীনেরা

ঐ রোগীকে এই এই ধোকায় ফেলে দূরে সরে পড়ে। যারা জ্বীন ও শয়তানকে আয়ত্বে রাখে তারা এ সম্পর্কে খুবই জানে।

অতএব মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব হল এ থেকে সাবধান থাকা এবং তা পরিত্যাগের জন্য পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ দেয়া। আল্লাহর উপর সকল বিষয়ে ভরসা করা। ইসলামী ঝাড়-ফুক ও বৈধ ঔষধ ব্যবহারে কোন বাঁধা নেই। এবং ঐ সমস্ত ডাক্তারদের চিকিৎসা গ্রহণ করা যারা বিভিন্ন প্রকার টেষ্ট ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে প্রচলিত পথ্য দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করে।

নবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা দিয়েছেন। যে জানার সে তা জানতে পেরেছে আর যার না জানার সে জানতে পারে নাই। তিনি (ﷺ) আরও বলেনঃ প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে, রোগ অনুযায়ী ঔষধ হলে আল্লাহর মেহেরবানীতে রোগ ভাল হয়ে যায়। তিনি (ﷺ) আরও বলেনঃ হে আল্লাহর বান্দারা চিকিৎসা কর তবে হারাম পথ্য দিয়ে নয়। এ অর্থে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি সমস্ত মুসলমানদের কে সংশোধিত করেন। তাদের অন্তর ও শরীর সমূহকে সর্বপ্রকার রোগ থেকে সুস্থ্য করেন। তাদেরকে হিদায়েতের উপর একত্রিত করেন। আমাদেরকে এবং তাদেরকে ফিৎনা পথভ্রষ্টতা, শয়তান ও তাদের চামচাদের অনুসরণ থেকে রক্ষা করেন। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সমুন্নত মহীয়ান, আল্লাহর শক্তি ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নেই। আর আল্লাহ দরূদ ও সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর পরিবার ও সাথীগণের উপর।

তৃতীয় পুস্তিকা

শিরকী ও বিদ'আতী দরূদসমূহের মাধ্যমে ইবাদত করার বিধানঃ

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় ভাই -----
প্রতি আল্লাহ সর্বপ্রকার ভাল কাজ করার তাওফীক দিন আমীন।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার লিখনিটি আমার হস্তগত হয়েছে, আল্লাহ আপনাকে হেদায়েতের উপর অটল রাখুন। অবগতকৃত বিষয় ছিল যে, আপনাদের দেশে কিছু কিছু লোক এমন দরূদ পাঠ করে থাকে যে ব্যাপারে আল্লাহর কোন বিধান নেই। তন্মধ্যে কিছু বিদ'আতী আবার কিছু আছে শিরকী, আর তারা এগুলোকে সম্পৃক্ত করে আলী (ﷺ) এর প্রতি। এ সমস্ত দরূদগুলো যিকরের মজলিস, মাগরিবের নামাযের পর মসজিদসমূহে পাঠ করা হয়ে থাকে। এ ভেবে যে এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। যেমনঃ তারা বলেঃ হে আল্লাহর লোকেরা আল্লাহর হকের সাথে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর। তোমরা আমাদের প্রতি মেহেরবানকারী হয়ে যাও। এমনিভাবে তারা আরও বলেঃ হে কুতুব, হে সাইয়্যেদ আমাদের ব্যাপারে সাহায্যকারী আমাদের ডাক কবূল কর। আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ কর। তোমার এই বান্দা দাঁড়িয়ে আছে। তোমার দরজায় অপেক্ষা করছে। তার ত্রুটির জন্য সে ভিত, হে আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমার

তো আপনি ব্যতীত আর কেহ নাই যে আমি তার নিকট যাব। আপনার নিকটই উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

শহীদ সরদার হামযার উসীলায় আপনি আল্লাহর পরিবারের লোক। আপনাদের মধ্যে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে। হে আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সাহায্য করুন। এমনিভাবে তারা আরও বলে হে আল্লাহ তুমি ঐ ব্যক্তির উপর রহম কর যাকে তুমি স্বীয় মহান ক্ষমতার রসহ্য এবং তোমার রহমানী নূরের পৃথকীকরণের কারণ জানিয়েছ। ফলে সে রাব্বানী দরবারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। তোমার সত্ত্বার রহস্যের খলিফা হয়ে গেছে। আপনার জানার উৎসাহ যে এর মধ্যে কোনটা শিরক আর কোনটা বিদ'আত এবং এ ধরনের ইমামের পিছনে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তরঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ নবীর উপর যার পর আর কোন নবী নেই। তাঁর পরিবার ও সাথী ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাদের উপর। অতপর আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন। আপনি জেনে রাখুন! অবশ্যই আল্লাহ এই সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন (তাদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) যাতে করে তারা তিনি ব্যতীত অন্যদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র তারই ইবাদত করে যার কোন শরীক নেই। যেমনঃ আল্লাহর বাণী

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি এই উদ্দেশ্যে যে তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াত-৫৬)

ইবাদত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অনুসরণ ঐ সমস্ত কর্ম করার মাধ্যমে যা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল' নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত কাজ ত্যাগ করা যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। আর তা হতে হবে কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও ইখলাস নিয়ে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণভালবাসাও তাঁরই জন্য অবনত মস্তক হয়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা শুধু তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

এই আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন যেন একমাত্র তারই ইবাদত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

অর্থঃ "আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" (সূরা ফাতিহা-১-৫)

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার এবং একমাত্র তারই নিকট সাহায্য কামনা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থঃ "সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। জেনে রাখ অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।" (সূরা যুমার-২-৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থঃ "সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। যদিও কাফেরেরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা মুমিন-১৪)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

অর্থঃ "এবং মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেক না।" (সূরা জ্বীন-১৮)

এ অর্থে আরও বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলোই প্রমাণ করে এক আল্লাহর জন্য ইবাদত করা ওয়াজিব হওয়ার কথা। একথা স্পষ্ট যে, সর্বপ্রকার দু'আই ইবাদত। তাই কোন মানুষের জন্যই জায়েয নয় যে সে তার প্রভূ ব্যতীত অন্য কারও নিকট দু'আ করবে, না তিনি ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য কামনা করবে। আর তা হবে পূর্বে উল্লেখিত আয়াত এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য আয়াতের উপর আমল করার লক্ষ্য। তবে স্বাভাবিক কাজ কর্ম যা জীবিত, উপস্থিত, সৃষ্টি জীব করার ক্ষমতা রাখে সেগুলোতে তার সাহায্য চাওয়া ইবাদত নয়। বরং শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে জীবিত ও সক্ষম মানুষের নিকট মানুষ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য

চাইতে পারবে। যেমন- কারও সন্তান, খাদেম ও কুকুর ইত্যাদির অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া বা এ জাতীয় কোন ব্যাপারে মানুষ. কোন জীবিত ক্ষমতাবান, উপস্থিত লোকের নিকট সাহায্য চাইল। অথবা কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যমের কোন মাধ্যমে তার ঘর বানানো, গাড়ি ঠিক করা, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য কামনা করল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মূসা (ﷺ) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

অর্থঃ "অতপর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।" (সূরা কাসাস-১৫)

এমনিভাবে লড়াই ও জিহাদের সময় মানুষ তার কোন সাথীর নিকট সাহায্য চাওয়া বৈধ। কিন্তু মৃত ব্যক্তি, জ্বীন, ফেরেশ্‌তা, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির নিকট সাহায্য চাওয়া বড় শিরক। এগুলো প্রথম যুগের মুশরিকদের আমলের ন্যায় যা তারা তাদের মূর্তি যেমন- ওজ্জা, লা'ত, ইত্যাদির সাথে করত। এমনিভাবে ঐ সমস্ত জীবিত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া যাদেরকে কথিত অলী বলে মনে করা হয়ে থাকে। এমন ব্যাপারে যার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারও ক্ষমতা নেই। যেমনঃ রোগমুক্তি, অন্তরের হেদায়েত, জান্নাত লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ইত্যাদি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ এবং এই অর্থে বর্ণিত অন্যান্য আয়াতও হাদীস সবই প্রমাণ করে সর্ব বিষয়ে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং একনিষ্টভাবে এক আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে। কেননা বান্দাদেরকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারেই তারা নির্দেশিত হয়েছে। যেমনঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহর বাণী-

﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করো না।" (সূরা নিসা-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾

অর্থঃ "আর তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে।" (সূরা বাইয়্যিনাহ-৫)

এমনিভাবে মুয়ায (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (ﷺ) এর বাণীঃ বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হল যে, তারা শুধু তারই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এমনিভাবে ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহান্নামী। (বুখারী)

এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন মুয়ায (رضي الله عنه) কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। তখন তাকে বলেছিলেন যে, তুমি আহলে কিতাবদের নিকট গমন করতেছ। সুতরাং তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে যে পথে দাওয়াত দিবে তা হলঃ তারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। অন্য শব্দে এসেছে। তাদেরকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে,

তাদেরকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে।

সহীহ মুসলিমে তারেক বিন ওসাইম আল আশজায়ী (ﷺ) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক বলে মানল এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের সাথে কুফরী করল। মুসলমানদের জন্য তার ধন-সম্পদ নষ্ট করা হারাম আর তার হিসাব আল্লাহর উপর। এ অর্থে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই তাওহীদই দ্বীন ইসলামের মূল, ইহাই জাতির মেরুদন্ড। ইহাই সকল ইবাদতের মাথা। ইহাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয, জ্বীন ও ইনসান সৃষ্টির হিকমত ও ইহাই। সমস্ত নবী ও রাসূল (ﷺ) গণকে প্রেরণের হিকমতও ইহাই। যা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আমি জ্বীন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত-৫৬)

এ ব্যাপারে বর্ণিত দলীল সমূহের মধ্যে ইহাও।

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকবে।" (সূরা নাহল-৩৬)

এমনিভাবে আল্লাহর বাণী-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আপনার পূর্বে আমি যত রাসূলই প্রেরণ করেছি তাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া-২৫)

আল্লাহ তা'আলা নূহ, হূদ, সালেহ্, শুআইব (عليه السلام) এর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তারাও তাদের উম্মতদেরকে বলেছেন যে,

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন সত্য উপাস্য নেই।" (সূরা আ'রাফ-৫৯)

ইহাই ছিল সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াত যেমন- পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় ও একথা প্রমাণ করে। রাসূলগণের শত্রুরাও একথা স্বীকার করেছে যে, রাসূলগণ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, তিনি ব্যতীত অন্যান্য প্রভূদেরকে ত্যাগ করতে। যেমন- আ'দ জাতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, যে তারা হূদ (عليه السلام) কে বলেছে যেঃ

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

অর্থঃ "তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদের ছেড়ে দেই?" (সূরা আ'রাফ-৭০)

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলেনঃ যখন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদের এক আল্লাহর ইবাদত এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য ফেরেশ্‌তা, অলী, মূর্তি, বৃক্ষ ইত্যাদির ইবাদত ত্যাগ করার জন্য বললেন, তখন তারা বললঃ

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

অর্থঃ "সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" (সূরা সোয়াদ-৫)

তখন সূরা সাফ্‌ফাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾

অর্থঃ "তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।" (সূরা সাফ্‌ফাত-৩৫-৩৬)

এ অর্থে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছেঃ আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে দ্বীন বুঝার তাওফীক দিন যে সমস্ত হাদীস ও আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এর মাধ্যমে আপনার নিকট একথা স্পষ্ট হবে যে, এ সমস্ত দু'আ এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য কামনা করা যার কথা আপনি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে ইবাদত এবং এমন বিষয়ে তাদের নিকট প্রার্থনা করা যা তিনি ব্যতীত অন্য কোন মৃত, অনুপস্থিত ব্যক্তি এর উপর ক্ষমতা রাখে না। ইহা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের শিরকের চেয়েও নিকৃষ্টতম। কেননা পূর্ববর্তী যুগের লোকের শুধু সুখের সময়েই শিরক করত কিন্তু বিপদের সময় তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করত। কেননা তারা জানত যে একমাত্র তিনিই তাদেরকে বিপদ

থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম অন্য কেউ নয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থে ঐ সমস্ত মুশরিকদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন। তখনই তারা শরীক করতে থাকে।" (সূরা আনকাবূত-৬৫)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

অর্থঃ যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা ভুলে যাও। অতপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৬৭)

পরবর্তী যুগের মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি বলে যে, আমরা তো তাদের নিকট এ আশা করি না যে, তারা (মূর্তিরা) নিজেরা আমাদের কোন উপকার করে দিবে বা, নিজেই রোগীকে রোগ মুক্ত করবে, বা আমাদের কোন লাভ বা ক্ষতি করে দিবে। বরং আমরা চাই যে তারা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যই ছিল পূর্ববর্তী যুগের কাফেরদেরও, তাদের

উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এই মূর্তিরা তাদেরকে সৃষ্টি করে, রিযিকের ব্যবস্থা করে, তাদের উপকার বা অপকার করে ; বরংএই ধারণার খন্ডন হয়েছে কুরআনে আল্লাহর বর্ণনায়। মূলতঃ তারা মনে করত যে, এই মূর্তি তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। যেমনঃ আল্লাহ ইউনুস (ﷺ) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾

অর্থঃ "আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস-১৮)

তাদের এই যুক্তিকে খন্ডন করে আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "তুমি বল! তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুত-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ।" (সূরা ইউনুস-১৮)

মুশরিকদের বর্ণনা অনুযায়ী কোন সুপারিশকারী আকাশ ও যমীনের কোথায় ও কোন অবস্থায় আছে বলে আল্লাহর জানা নেই। আর আল্লাহ জানেন না এমন জিনিসের অস্তিত্ব ও কল্পনাতীত, কেননা তাঁর নিকট কোন কিছুই অস্পষ্ট নয়। তাই তিনি সূরা যুমারের মধ্যে বলেনঃ

﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

অর্থঃ "কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি আপনার নিকট এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে।" (সূরা যুমার-১-৩)

এখানে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইবাদত একমাত্র তারই জন্য হতে হবে এবং বান্দার ওয়াজিব যেন সে তাঁর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে ইবাদত করে। কেননা নবী (ﷺ) কে নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ হল তাঁর সমস্ত উম্মতকেই নির্দেশ দেয়া। আর এখানে (الــدين) অর্থ হল "ইবাদত" আর ইবাদত হলঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দু'আ, সাহায্য, কামনা, ভয়, আশা, যবাহ, মান্নত, নামায, রোযা ইত্যাদিসহ যে সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন তার সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

অতপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত করি এজন্যেই যে, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" (সূরা যুমার-৩)

অর্থাৎ আমরা তাদের ইবাদত শুধু এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্তির অপনোদনে বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা যুমার-৩)

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করেছেন যে, কাফেররা তাদের প্রভূদের ইবাদত শুধু এজন্যই করত যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। আর এই ভ্রান্তির খন্ডনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপুর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা যুমার-৩)

তাদের ধারণা যে, তাদের প্রভূরা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, তা মিথ্যা বলে আল্লাহ তা'আলা এখানে স্পষ্ট করেছেন এবং তাদের জন্য ইবাদত করার কারণে তারা কুফরী করেছে। ইহাও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এ থেকে যার সামান্যতম পার্থক্যকরণ জ্ঞান আছে সে বুঝতে পারবে যে, প্রথম যুগের কাফেরদের কুফরী ছিল এই যে, তারা নবী, অলী, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদি সৃষ্টিকে আল্লাহ ও তাদের মাঝে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করত এবং বিশ্বাস করত

যে, তারা তাদেরকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করে দিবে এতে আল্লাহর কোন অনুমতি বা সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই। যেমনঃ মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্টের নিকট সুপারিশ করে থাকে। তারা তাদেরকে ও তাদের কথিত প্রভূদেরকে) বাদশা ও মন্ত্রীদের সাথে তুলনা করেছে। এমনকি তারা বলেঃ যেমন কোন মানুষের কোন প্রেসিডেন্টের নিকট কোন প্রয়োজন থাকলে তখন সেখানে তার নিকট আত্মীয় বা কোন মন্ত্রীর মাধ্যমে সুপারিশ করানো হয়। আমরাও তদরূপ আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি তাঁর নবী, অলীগণের ইবাদতের মাধ্যমে। ইহা বিরাট ভ্রান্তি। কেননা আল্লাহর কোন সমকক্ষ নেই। সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা চলেনা। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। আর এই অনুমতি একমাত্র তাওহীদ বাদীরাই পাবে। তিনি পাক ও পবিত্র এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ও সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ, তিনি অত্যান্ত দয়ালু, তিনি কাউকে ভয় করেন না এবং তাঁকে কেহ ভয় দেখাতে পারেনা, কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রভাবশালী এবং তিনি যেমন খুশী তেমন ভাবে তাদের সাথে আচরণ করেন। যা বাদশাহ ও মন্ত্রীদের বিপরীত। কেননা তারা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান নয়। তাই তারা এমন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হয় যে তাদেরকে সাহায্য করবে যে সমস্ত কাজ তারা আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় সে সমস্ত কাজে। তখন তারা তাদের মন্ত্রী, ঘনিষ্ট ব্যক্তি, সেনাবাহিনী ইত্যাদির সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এমনিভাবে তারা যেমন- তাদের সমস্যার কথা এমন লোকদের নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে যারা তার সমস্যার কথা জানেনা। তাই সে মন্ত্রী বা তার ঘনিষ্টদের মধ্যে এমন লোকের স্মরণাপন্ন হয় যে তার জন্য বাদশা বা মন্ত্রীর করুণা কামনা করবে। কিন্তু আল্লাহ

তা'আলা তার সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষী। অথচ তিনি তাদের প্রতি তাদের মায়ের চেয়েও দয়াবান, ন্যায় বিচারক সকলকেই তার উপযুক্ত মর্যাদা দেন। তার হিকমত, জ্ঞান, ক্ষমতার বলে। তাই তাঁর সাথে কোন অবস্থাতেই কোন সৃষ্টির তুলনা করা চলে না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহা গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন যে, মুশরিকরা স্বীকার করে যে, তিনি স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মহাপরিচালক, এবং তিনিই বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেন। কষ্ট লাঘব করেন, বাঁচান, মৃত্যু দেন ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কিন্তু রাসূলগণ এবং মুশরিকদের মধ্যে যে বিষয়ে বিবাদ ছিল তা হল একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহরই ইবাদত করা। যেমন- আল্লাহর বাণী-

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

অর্থঃ "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।" (সূরা যুমার-৮৭)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾

অর্থঃ "তুমি জিজ্ঞেস কর কে রুযী দান করে, তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরও তাঁকে ভয় করছ না।"

(সূরা ইউনুস-৩১)

এ মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে, পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতদের মধ্যে যে মতভেদ ছিল তা ছিল এক আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত নিয়ে। যেমন- আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।" (সূরা নাহল-৩৬)

এ অর্থে যত আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থের বহু স্থানে সুপারিশ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, সূরা বাকারার মধ্যে বলেনঃ

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ .

অর্থঃ "তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে।" (সূরা বাকারাহ-২৫৫)

সূরা নাজমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَـأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى﴾

অর্থঃ "আকাশে অনেক ফেরেশ্তা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, তাকে অনুমতি না দেন।" (সূরা নাজম-২৬)

এমনিভাবে সূরা আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

অর্থঃ "তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁর ভয়ে ভীত।" (সূরা আম্বিয়া-২৮)

আল্লাহ তায়ালা একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরকে পছন্দ করেন না। তিনি তাদের কৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হন। আর কৃতজ্ঞতা হল তাঁর তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ মত চলা, তিনি সূরা যুমারের মধ্যে বলেনঃ

﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾

অর্থঃ "যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন।" (সূরা যুমার-৭)

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য কার হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ যে একনিষ্ঠভাবে তার অন্তর থেকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে। অথবা তিনি বলেছেনঃ "তার অন্তর থেকে" এমনিভাবে ঐ সহীহ গ্রন্থে আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ প্রত্যেক নবীরই কিছু কবূল যোগ্য দু'আ রয়েছে। আর সবাই তা (পৃথিবীতে) চেয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমি তা রেখে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য ইনশাআল্লাহ ঐটা আমার উম্মতের ঐ সমস্ত

ব্যক্তিরাই পাবে যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। এ অর্থে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর আমি যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করেছি তার সবই প্রমাণ করে যে, ইবাদত আল্লাহর জন্যই হতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য কোন প্রকারের ইবাদত করা অবৈধ। না কোন নবী, না অন্য কারও জন্য। আর সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন। তাই তিনি বলেনঃ

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

অর্থঃ "বলুন! সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন।" (সূরা যুমার-৪৪)

এই সুপারিশ তখনই সুপারিশকারী করতে পারবে যখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিবেন এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। আর আল্লাহ তাওহীদবাদীর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকবেন। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾

অর্থঃ "পাপিষ্টদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারী ও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।" (সূরা গাফির-১৮)

সাধারণত (ظلــم) শব্দের অর্থ হয় শিরক। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

অর্থঃ "কাফেররাই প্রকৃত যালেম।" (সূরা বাকারাহ-২৫৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলম।" (সূরা লোকমান-১৩)

প্রশ্নের মধ্যে আপনি যে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু সূফীরা মসজিদসমূহে এ দরূদ পড়ে যে, হে আল্লাহ তুমি দরূদ বর্ষণ কর।

উত্তরঃ এগুলো দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। যা থেকে সাবধান থাকার জন্য আমাদের নবী (ﷺ) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ (দ্বীনের মধ্যে) অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ المتنطع (অতিরঞ্জনকারী) দার্শনিকদের মতে ঐ সমস্ত লোককে বলে যারা অনর্থক কোন বিষয়ে গভীর গবেষণা করে। যা তাদের কোন কাজের বিষয় নয়। আর ঐ ব্যাপারে জানতে তাদের জ্ঞান অকার্যকর। আবু সা'য়াদা ইবেন আসীর বলেনঃ তারা ঐ লোক যারা কথার মধ্যে অতিরঞ্জন এবং কথার গভীরে চলে যায় ও গলগম্ভীরভাবে কথা বলে। المتنطع শব্দটি النطع শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থঃ মুখ গহ্বরের উর্দ্ধাংশ। অতপর এই শব্দটি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে যে প্রত্যেক কথাও কাজের গভীরে চলে যেতে চায়। ভাষার এই ইমামদ্বয়ের কথা থেকে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন লোকের কাছেও একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের নবী, সরদার, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর উপর পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে দরূদ ও সালাম পাঠ করা নিষিদ্ধ, অতিরঞ্জন ও অতিরিক্ততা। মুসলমানের এ ব্যাপারে উচিত হল রাসূল (ﷺ) থেকে প্রমাণিত তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের বিশুদ্ধ পদ্ধতি

কি তা অনুসন্ধান করা। এর মাধ্যমে বাতিল পদ্ধতি থেকে নিজেকে বাঁচানো যাবে। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের বিশুদ্ধগ্রন্থে ইমাম বুখারীর বর্ণনায় কা'আব বিন ওজরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা নির্দেশিত হয়েছি আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য কিন্তু তার পদ্ধতি কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابـراهيم وعلـى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি। যেমনঃ তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (عليه السلام) এবং ইবরাহীমের প্ররিবারের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। এবং তুমি বরকত দান কর মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের বংশধর গণের উপর। যেমন করেছিলা ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

সহীহাইনে আবু হুমাইদ আস সা'য়েদী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তারা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব। তিনি উত্তরে বললেনঃ তোমরা বলঃ

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلـى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كمـا باركـت علـى إبراهيم إنك حميد مجيد.

অর্থঃ "হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানগণের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম

ও তার বংশধরগণের উপর এবং তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানগণের প্রতিও বরকত দান কর যেমন করেছিলে ইবরাহীমের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

মুসলিমের বর্ণনায় আবু মাসউদ আনসারী (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে বশীর বিন সা'দ বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল আমরা নির্দেশিত হয়েছি আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন অতপর বললেন, তোমরা বলঃ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদ এবং তার বংশধরগণের উপর যেমন-করেছিলে ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি এবং বরকত দান কর মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারের উপর যেমন করেছিলে পৃথিবীবাসীর মধ্যে ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসীত ও সম্মানী তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। আর সালাম ঐভাবে করবে যেভাবে তোমরা শিখেছ।

মুসলমানদের উচিত উল্লেখিত শব্দসমূহ বা এর অনুরূপ শব্দ যা নবী (ﷺ) প্রমাণিত তাই রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দরূদ ও সালামের সময় পাঠ করা। কেননা রাসূল (ﷺ) ই ভালো জানেন যে তাঁর ব্যাপারে কি পাঠ করা তাঁর জন্য মানান সই। এমনিভাবে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত যে, তাঁর প্রভূর ব্যাপারে কোন মানের শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আর নব আবিস্কৃত ও অতিরঞ্জিত এবং বিরোপ অর্থবহনকারী শব্দসমূহ ব্যবহার যা প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে, তা

ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা এতে রয়েছে অতিরঞ্জন ও এই শব্দের হয়ত বা কোন বাতিল ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। সর্বোপরি এই শব্দগুলি রাসূল (ﷺ) কর্তৃক পছন্দকৃত ও প্রদর্শিত শব্দের বিপরীত। অথচ তিনিই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, ও উপদেশ দাতা ও অতিরঞ্জনের উর্দ্ধে। তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁর প্রভূর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম। আমি আশাবাদী যে, এখানে তাওহীদ ও শিরকের হাকীকত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য এবং রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দরূদ পাঠের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি বর্ণনায় যে সমস্ত প্রমানাদি উল্লেখিত হয়েছে তা সত্যান্বেষীর চাহিদা পূরণে যথেষ্ট। আর সত্যোন্বেষনে আগ্রহী নয় সে প্রবৃত্তি অনুসারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থঃ "অতপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (সূরা কাসাস-৫০)

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে পানাহ চাই। এমনিভাবে আমরা তাঁর নিকট কামনা করি যে, তিনি যেন আপনাদেরকে এবং আমাদের সমস্ত ভাইদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) ডাকে সাড়া দেয়ার, তাঁর বিধানকে মর্যাদা দেয়ার,

তাঁর প্রণীত বিধান বিরোধি বিদ'আত প্রভৃতির অনুসরণ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই সর্বোত্তম তাওফীক দাতা। আল্লাহ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তার পরিবার, সাথীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি।

বিদ'আত থেকে সাবধান

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের হুকুম

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। অতপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর বংশধর, সাহাবা ও তাঁর হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মিলাদুন্নবী (নবী ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী) পালন, উক্ত অনুষ্ঠানের কিয়াম এবং তাঁর প্রতি (অভিনব পন্থায়) সালাম পেশ ও এগুলি ব্যতীত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্য যা কিছু করা হয় তার হুকুম সম্পর্কে বহু বার প্রশ্ন করা হয়েছে।

উত্তরঃ মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন এবং অন্য কারও জন্মবার্ষিকী পালন করা নাজায়েয। এটি দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত একটি বিদ'আত। কেননা রাসূল (ﷺ) এবং চার খলিফা ও তাঁরা ব্যতীত অন্য সাহাবীগণ (রাঃ) এবং সর্বোত্তম যুগের নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ ও তা উদ্‌যাপন করেননি, অথচ তাঁরা ছিলেন সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। রাসূল (ﷺ) কে পরিপূর্ণ মুহাব্বাতকারী এবং তাঁরা পরবর্তীদের তুলনায় ছিলেন তাঁর আনিত শরীয়তের সর্বাধিক অনুসারী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নব প্রথা সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত"। (বুখারী-মুসলিম)

তিনি অন্য হাদীসে বলেনঃ "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে ধর এবং তা দৃঢ়তার সাথে দাতে নাতে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তোমরা দ্বীনে নব আবিস্কৃত বিষয়ে সাবধান থেকো। কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নব প্রথাই বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বিদ'আতের উদ্ভাবন ও তার প্রতি আমলের ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেনঃ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

অর্থঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর-৭)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থঃ "সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সাবধান হওয়া উচিত। বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি।" (সূরা নূরঃ ৬৩)

এবং আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব-২১)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থঃ "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সততার সাথে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাঁরা চিরস্থায়ী হবে। তা মহা সাফল্য।"(সূরা তাওবা-১০০)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা-৩)

এ বিষয়ে কুরআন মজিদে বহু আয়াত রয়েছে।

এ সমস্ত মিলাদ মাহফিলের নব আবিস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় আল্লাহ যেন এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেননি এবং রাসূল (ﷺ) ও তাঁর উম্মতের জন্য যা কিছু করণীয় তা বলে দিয়ে যাননি। তাই এই পরবর্তীবর্গ আল্লাহর শরীয়তে তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। এমন কিছু আবিস্কার করে বসল, যার অনুমতি তিনি দেননি। যা নিঃসন্দেহে ভয়ানক এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ, পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা তো তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রতি নেয়ামত সমূহকেও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আর রাসূল (ﷺ) সুস্পষ্টভাবে সব কিছু পৌছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার

এমন কোন পথ নেই যা তিনি বর্ণনা করেননি। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছেঃ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যা কল্যাণকর মনে করবেন তা যেন তাদেরকে বর্ণনা করেন, এবং তাদের জন্য যা অকল্যাণকর মনে করেন তা থেকে যেন তাদেরকে সতর্ক করেন।" (সহীহ মুসলিম)

আর সর্বজনবিদিত কথা হলো, আমাদের নবী (ﷺ) নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম, হিতাকাঙ্খী ও তাবলীগ বা প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণতার মূর্তপ্রতীক, খাতামুল আম্বিয়া বা নবীদের শেষ ব্যক্তিত্ব, মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হত, যে দ্বীনের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রাজী খুশী তবে অবশ্যই রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন, বা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে করতেন বা সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) করতেন। সুতরাং যখন তেমন কিছু তাদের যুগে ঘটেনি তবে বুঝা গেল তা অবশ্যই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা নব আবিস্কৃত বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে বিষয়ে রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমন-পূর্বের হাদীস দু'টিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীস দ্বয়ের মত আরো বহু হাদীস রয়েছে। যেমন জুমআর খুতবায় রাসূল (ﷺ) এর বাণীঃ "আর নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো, আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হিদায়াত সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিস্কৃত বিষয় (বিদআত) এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা)।" (সহীহ মুসলিম)

এই বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

উল্লেখিত ও অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে একদল ওলামায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন।

পরবর্তীকালের কতিপয় ব্যক্তি মিলাদ মাহফিলে যদি গর্হিত অপছন্দনীয় যেমন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ব্যাপারে সীমালংঘন, নারী-পুরুষ সংমিশ্রণ এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি শরীয়ত বহির্ভুত কাজ না থাকে তবে তা জায়েয বলেছেন এবং তারা ধরণা করে এটি বিদ'আতে হাসানা।

আর শরীয়তের নীতি হলোঃ মানুষ যে সব বিষয়ে ঝগড়া-মতভেদ করবে সে সব বিষয়কে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (ﷺ) সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে শাসকবর্গ রয়েছেনঃ কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হও। আর এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসা-৫৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

অর্থঃ "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা শূরা-১০)

অতএব, আমরা আলোচ্য মাসয়ালা তথা মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপনের ব্যাপারটি আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তাতে আমরা দেখেছি যে, তা আমাদেরকে রাসূল যে শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার অনুসরণ করার এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এ মিলাদ মাহ্ফিল ঐ শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে শরীয়ত নিয়ে রাসূল (ﷺ) এসেছেন। সুতরাং তা ঐ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবে না যে দ্বীনকে আল্লাহ আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে যে ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর যদি আমরা এই বিষয়টিকে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করি তবে আমরা তাঁর সুন্নাতে খুঁজে পাব না যা তিনি তা পালন করেছেন বা তিনি এর আদেশ করেছেন বা তাঁর সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) তা পালন করেছেন। অতএব আমরা এ থেকে অবগত হলাম যে, সেটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং তা নব আবিস্কৃত বিদআত এবং তা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উৎসব সমূহের সাদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা সামান্য অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তা গ্রহণে আগ্রহী ও সত্য অন্বেষণে যার নিরপেক্ষতা রয়েছে তার নিকট পরিস্কার হয়ে উঠবে যে মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা নব আবিস্কৃত বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) পরিত্যাগ করার ও তা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তির সারা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কৃতকর্মে ধোকায় পতিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সত্য কখনও অধিকাংশের কৃতকর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না বরং সত্য সাব্যস্থ হবে শরীয়তের দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

অর্থঃ "আর তারা বলে, ইহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটি তাদের আশা। বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"

(সূরা বাকারাহ-১১১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾

অর্থঃ "যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" (সূরা আনআমঃ ১১৬)

এ সমস্ত মিলাদ মাহফিল বিদ'আত হওয়ার সাথে সাথে তা অন্যান্য গর্হিত ও শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকান্ড থেকেও মুক্ত নয়। যেমনঃ নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা, নেশা ও মাদকদ্রব্য সেবন ব্যতীত নানা ধরনের গর্হিত কাজও হয়ে থাকে এমনকি কখনও কখনও সেখানে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয় বড় শিরক ও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোন অলীর ব্যাপারে সীমালংঘনের মাধ্যমে, যেমনঃ তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, ফরিয়াদ

করা, সাহায্য চাওয়া, তিনি গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানেন তা বিশ্বাস রাখা ইত্যাদি। আর নবী (ﷺ) এর মিলাদ মাহফিলে এবং তিনি ব্যতীত যাদেরকে তারা আউলিয়া অভিহিত করেন তাদের আস্তানায় উরশের নামে এ ধরনের কুফরী কাজে নিয়োজিত রয়েছে বহু মানুষ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক থাক কেন তোমাদের পূর্বে যারা ছিল দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

তিনি (ﷺ) আরো বলেনঃ "তোমরা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করনা যেমন খ্রিস্টানগণ ঈসা (عليه السلام) এর অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিল। আমি নিছক একজন বান্দা, সুতরাং তোমরা (আমার ব্যাপারে) বলঃ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" (সহীহ বুখারী)

ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হয়েছে, অত্যাশ্চার্যের বিষয় হলোঃ বহু লোক আপ্রাণ চেষ্টা করে স্বতস্ফূর্ত ভাবে এই বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ করে এবং এর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদ করে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি যে জুমুআ এবং জামা'আতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব করেছেন তা থেকে সে পিছে থাকে অথচ এ ব্যাপারে মাথা ও খেলায় না। আর চিন্তাও করে না যে সে মহা অন্যায় করছে। নিঃসন্দেহে এটি দুর্বল ঈমান ও অন্ত দৃষ্টির স্বল্পতার পরিচায়ক এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহ খাতার ফলে অন্তরে মরিচা লাগার প্রভাব। আমরা এগুলি থেকে আল্লাহর নিকট আমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য পরিত্রাণ কামনা করি।

আরো আশ্চার্যের বিষয় হলোঃ ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে কেউ কেউ মনে করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন; তাই তারা তাঁর জন্য সালাম ও স্বাগত জানিয়ে দন্ডায়মান (কিয়াম করে) হয়ে যায়। ইহা একান্তই পথভ্রষ্টতা এবং জঘন্য মূর্খতা, রাসূল (ﷺ) তাঁর কবর থেকে কিয়ামতের পূর্বে বেরই হবেন না। মানুষের মধ্যে কারো সাথে কোন যোগাযোগ করবেন না, না তাদের ইজতেমা (অনুষ্ঠানে) হাজির হবেন ; বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরেই অবস্থান করবেন। তাঁর রূহ বা আত্মা তাঁর প্রতিপালকের নিকট দারুল কিরামের ইল্লিয়্যিনের উচ্চাসনে বিরাজ করছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

অর্থঃ "এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে। অতপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে।" (সূরা মুমিনূন-১৫-১৬)

নবী (ﷺ) বলেনঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে, আর আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম মঞ্জুর হবে। তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এই মর্মে যত আয়াত ও হাদীস রয়েছে সবগুলি প্রমাণ করে যে, নবী (ﷺ) ও তিনি ব্যতীত যত মৃত ব্যক্তি রয়েছে সবাই একমাত্র কিয়ামতের দিন উত্থিত হবেন। আর এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে ইসলাম একমত তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের এ সমস্ত ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও এদের চেলারা নানা ধরনের

বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রচলন করে যার কোন ভিত্তি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি তা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহই সহায়তাকারী। তাঁরই উপর ভরসা এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত স্বীয় অবস্থা থেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম সমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তা সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থঃ আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত করেন এবং তার ফেরেশ্তাগণও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব-৫৬)

এবং নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার অনুগ্রহ করবেন।

দরূদ পড়া সর্বাবস্থায় বৈধ। আর প্রত্যেক নামাযের শেষে তা পাঠের তাগীদ রয়েছে এবং একদল উলামায়ে কিরামের নিকট প্রত্যেক নামাযের তাশাহহুদের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া ওয়াজিব এবং অনেক স্থানেই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ তার মধ্যে আজানের পর, তাঁর নামে উচ্চারিত হলে, জুমুআর দিনে এবং রাতে যার প্রমাণ বহু হাদীসে রয়েছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে তাঁর দ্বীন বুঝার ও তাঁর প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার এবং বিদ'আত তেকে

সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে সবার প্রতি অনুগ্রহ করেন। তিনি সর্বোত্তম দাতা ও দয়ালু।
আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মিরাজ উদ্‌যাপনের হুকুমঃ

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।
ইসরা ও মিরাজ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি বড় নিদর্শন যা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সত্যতা ও আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, তেমনি তা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত এবং তিনি যে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপরে রয়েছেন তা প্রমাণ করে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

অর্থঃ "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত। যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা বনি ইসরাঈল-১)
মুতাওয়াতির সূত্রে (ধারাবাহিকতার সূত্রে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে তাঁর আকাশ সমূহের দিকে উর্দ্ধগমন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জন্য আকাশসমূহের দরজা খুলে দেয়া হয়। এমনকি তিনি সপ্তম

আকাশ অতিক্রম করেন, অতপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে ইচ্ছামত কথা বলেন এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

আল্লাহ তায়ালা প্রথমতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেনঃ অতপর আমাদের নবী (ﷺ) (উক্ত সংখ্যা থেকে) কমানোর জন্য আল্লাহর নিকট বারবার দরখাস্ত করেন, যার ফলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ করে দেন। তাই উক্ত পাঁচ ওয়াক্তই ফরজ কিন্তু প্রতিদানের দিক দিয়ে তা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। কেননা নেকী দশগুন পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অতএব, যাবতীয় নেয়ামতের ভিত্তিতে আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

ইসরা ও মিরাজ কোন রাত্রে সংঘটিত হয়েছিল সহীহ হাদীস সমূহে তার কোন নির্ধারণ নেই, এমনকি তা রযব মাসে না অন্য মাসে তাও নির্ধারিত নয়। আর যা কিছু এর নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে, তা নবী (ﷺ) থেকে সুসাব্যস্ত নয়।

মিরাজের তারিখ মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট রহস্য রয়েছে। এর তারিখ যদি নির্ধারিতও থাকত, তবুও সে তারিখে মুসলমানদের বিশেষ কোন ইবাদত এবং কোন অনুষ্ঠান জায়েয হত না। কেননা নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা (رضي الله عنهم) এর জন্য কোন অনুষ্ঠান করেননি এবং এ উপলক্ষে কোন কিছু উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত করেননি। যদি শবে মিরাজ উদ্‌যাপন জায়েয কাজের অন্তর্ভুক্ত হত, তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে তা বর্ণনা করে যেতেন। আর এ ধরনের কোন কিছু ঘটলে তা অবশ্যই জানা যেত এবং তা প্রসিদ্ধি

লাভ করত এবং তাঁর সাহাবা (ﷺ) আমাদের নিকট নকল করতেন। কেননা সাহাবায়ে কিরাম নবী (ﷺ) এর নিকট থেকে উম্মতের যা প্রয়োজন তার সব কিছুই নকল করেছেন, দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরা সামান্যতমও শিথিলতা করেননি। বরং তারা প্রত্যেক কল্যাণজনক কাজের দিকে অগ্রগামী ছিলেন। অতএব, শবে মিরাজ উদ্‌যাপন যদি শরীয়ত সম্মত হত তবে সে দিকে তাঁরাই সবার অগ্রগামী হতেন। আর নবী (ﷺ) ছিলেন মানবতার সর্বাধিক হিতাকাঙ্খী, তিনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অর্পিত আমানত আদায় করেছেন।

অতএব, শবে মিরাজের সম্মান ও তার আনুষ্ঠানিকতা যদি দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হত তবে এ ক্ষেত্রে তিনি উদাসীন থাকতেন না এবং তা গোপনও করতেন না। অতএব, যখন এগুলি কোন কিছু সংঘটিত হয়নি বুঝা যায় যে শবে মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা ও তার মর্যাদা জ্ঞাপন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন ও অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন এবং এ দ্বীনের মধ্যে যে ব্যক্তি নতুন কিছু প্রবর্তন করবে যার তিনি অনুমোদন দেননি তাকে তিনি অপছন্দ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা-৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো ও বলেনঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থঃ "তাদের কি এমন শরীক-দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফয়সালা ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত, নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা শুরাঃ ২১)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ হাদীস সমূহে বিদআত থেকে হুশিয়ারী ও বিদআত মাত্রই গোমরাহী পথভ্রষ্টতার বর্ণনা সাব্যস্ত রয়েছে এবং এগুলিতে রয়েছে উম্মতের জন্য বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কবাণী ও বিদআতে লিপ্ত হওয়া থেকে হুশিয়ারী, তার মধ্যে যেমন বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে কোন নতুন বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

আর সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, জাবের (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) জুমুআর খুতবায় বলতেনঃ (আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের পর), "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হল আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হিদায়াত। নিকৃষ্টতম বিষয় হল বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"

নাসায়ীর বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম।

সুনান হাদীস গ্রন্থ সমূহে রয়েছে এরবায বিন সারিয়া (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী এক ভাষণ দিলেন এতে (আমাদের) হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠল, চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল, অতপর, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন মনে হচ্ছে বিদায়ি ভাষণ, অতএব আমাদেরকে ওসীয়ত করুন। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনা ও মানার, যদিও তোমাদের নির্দেশ দাতা গোলামও হয়। আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবলম্বন করবে। আর তা অত্যন্ত মজবূত ভাবে দাঁতে নাতে আঁকড়ে ধরবে দ্বীনের বিষয়ে নতুন নতুন বিষয় তথা বিদআত থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা সব নতুন জিনিসই বিদআত, আর সব ধরনের বিদ'আতই গোমরাহী। এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী সালাফে সালেহীন থেকে বিদ'আত হতে হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন সাব্যস্ত রয়েছে। আর তা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ব্যতীত আর কিছু নয় এবং আল্লাহ যার অনুমতি দেননি তার প্রবর্তন ও তা আল্লাহর শত্রু ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতির স্বীয় দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবের মত, আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি। এতে দ্বীন ইসলামের ঘাটতি এবং অসম্পূর্ণতার অপবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আর সর্বজনবিদিত যে এটি বড় ধরনের ফাসাদ, জঘন্য ও পরিত্যাজ্য জিনিস আর তা

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

অর্থঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম।” (সূরা মায়েদা-৩)

আল্লাহর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক (পরিপন্থী) এবং তা রাসূল (ﷺ) বিদ'আত থেকে সতর্ককারী এবং বিরতকারী হাদীস সমূহের স্পষ্ট পরিপন্থী।

আশা করি সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য এই বিদ'আত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আলোচ্য প্রমাণাদী পরিতৃপ্তকারী, সতর্ককারী ও যথেষ্ট হবে। আর নিশ্চয় এটা মোটেও দ্বীনের কোন অংশ নয়।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য একে অপরের কল্যাণ কামনা, তাদের জন্য আল্লাহ দ্বীনের যা কিছু প্রবর্তন করেছেন তা বর্ণনা করা ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বীনি ইলম গোপন করাও হারাম, তাই আমি দেশে দেশে প্রচলিত এই বিদ'আত যাকে কতিপয় মানুষ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ধারনা করে মুসলমান ভাইদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করি।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন সমস্ত মুসলমানের অবস্থা সংশোধন করেন, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাদেরকে এবং বিশেষ করে তাদেরকে সত্যকে আঁকড়ে ধরা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সত্য পরিপন্থী বিষয় থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তিনি এ ব্যাপারে অধিপতি এবং তার উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ-সালাম ও বরকত দান করুন।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শা'বান মাসের ১৪ তারিখের রাত্রি (শবে বরাত) উদ্‌যাপনের হুকুমঃ

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন ও আমাদের উপর নেয়ামত সুসম্পূর্ণ করেছেন এবং দরূদ ও সালাম তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ যিনি তাওবা ও করুণার নবী (ﷺ) উপর বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদা-৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

অর্থঃ "তাদের কি এমন শরীক-দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" (সূরা শূরা-২১)

বুখারী-মুসলিমে রয়েছে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ "যে আমাদের এই দ্বীনে নতুন প্রথা আবিস্কার করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যার উপর আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে জাবের (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর জুমআর খুতবায় বলতেনঃ (আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের পর) "নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হিদায়াত। নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"

এগুলি ব্যতীত এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাঁর নেয়ামতকে সুসম্পূর্ণ করেছেন।

দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌছানোর পরেই তিনি তাঁর নবীর মৃত্যু দান করেন। তাই তো তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের সব কিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন।

তিনি (ﷺ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর ইন্তিকালের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যে সমস্ত বিষয় নতুনভাবে আবিস্কার করে দ্বীনকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করবে তা সম্পূর্ণই বিদ'আত। যা তার আবিস্কারকের প্রতি প্রত্যাখ্যাত হবে। যদিও তার উদ্দেশ্য ভাল হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইসলামের মনীষীবর্গও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, তাই তারা এই সমস্ত বিদ'আতকে অপছন্দ এবং তা থেকে সতর্ক করে সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের নিন্দা বিষয়ে কিতাব লিখেছেন, যেমন- ইবনে ওজ্জাহ, ত্বারতুশী, আবূ শামাহ প্রমুখ।

কতিপয় লোক যে সমস্ত বিদ'আত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ই শা'বানের রাত্রি বা শবে বরাতের মিলাদ ও ঐ দিনে রোযা রাখা

একটি । এই দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করার এমন কোন দলীল নেই যার উপর নির্ভর করা জায়েয। শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় যঈফ বা দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার উপর নির্ভর করা জায়েয নয়।

আর শবে বরাতের নামাযের ফযীলত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবই মওজু বা জাল। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু উলামায়ে কিরাম। তাদের কিছু কথা অতিসত্বর উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে শাম (সিরিয়া) ও অন্যান্য এলাকার কতিপয় সালাফে সালেহীন থেকেও বর্ণনা এসেছে।

যে ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ট ওলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেনঃ

শবে বরাত উদ্‌যাপন করা বিদআত, এর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই জঈফ, বরং কিছু আছে মওজু বা জাল। জমহুর উলামার মধ্যে হাফেজ ইবনে রজব তার "লাত্বাইফুল মা'আরিফ" কিতাবে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আর জঈফ হাদীস সমূহ ঐ ইবাদতে আমলযোগ্য যার মূলসহী বিশুদ্ধ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। আর শবে বরাত উদ্‌যাপনের ব্যাপারে কোন মূলভিত্তি নেই যে এ ব্যাপারে কোন জঈফ হাদীসে তৃপ্ত হওয়া যাবে। আবুল আব্বাস শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি বর্ণনা করেন।

প্রিয় পাঠক! কতিপয় উলামায়ে কেরাম এ মাসআলার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি। যাতে করে আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

মানুষ যে সব মাসয়ালায় মতভেদ করবে সে মাসয়ালাকে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের আলোকে যাচাই করা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। অতএব, কুরআন ও হাদীসে যে সব ফয়সালা রয়েছে বা উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে যে বিধান রয়েছে তাই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যে সব মাসয়ালা কুরআন হাদীস বিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আর যে ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা বিদআত। তা পালন করা না জায়েয। দাওয়াত ও তাবলীগে এবং সে বিষয়ে প্রশংসা অর্জনের জন্য তা পালন করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটিই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (সূরা নিসা-৫৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

অর্থঃ "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা শূরাঃ ১০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

অর্থঃ "বল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান-৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾

অর্থঃ "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।" (সূরা নিসা-৬৫)

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে, আর তা মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা গুলিকে কোরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং উভয়ের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করে, আর ইহাই ঈমানের দাবী, বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর "এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট"।

হাফেজ ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "লাত্বায়েফুল মা'আরিফ" কিতাবে এ মাসয়ালায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত কথার পর বলেনঃ "শামের তাবেয়ীগণ যেমনঃ খালেদ ইবনে মা'দান, মাকহুল, লোকমান ইবনে আমের প্রমূখ শবে বরাতের সম্মান করত, তাতে ইবাদতে মগ্ন হত এবং তার ফযীলত ও মর্যাদার কথা বহুলোক তাদের নিকট

থেকে গ্রহণ করে, এমন কি কথিত রয়েছে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ে ইসরাঈলী ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পৌছে। অতপর যখন তা তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে তখন লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাই তাদের মধ্যে কেউ তা গ্রহণ করে এবং তার মর্যাদার ব্যাপারে তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে, তাদের মধ্যে আহলে বসরার (ইরাকের) একদল আবেদ ও অন্যরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

হিজাযের অধিকাংশ (মক্কা-মদীনা এলাকার) উলামায়ে কিরাম এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আতা ও ইবনে আবি মুলাইকা, আর তা আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবেন আসলাম আহলে মদীনার ফকীহদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। ইহা মালেকের অনুসারী ও অন্যান্যদেরও মত এবং তারা বলেনঃ শবে বরাতের সব কিছুই বিদআত।

আহলে শামের উলামায়ে কিরাম শবে বরাত পালনের পদ্ধতি নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথমঃ (যারা শবে বরাত উদ্‌যাপন বৈধ মনে করে তাদের প্রথম দলের মত।) উক্ত রাত মসজিদে জামায়াত বদ্ধভাবে উদযাপন করা মুস্তাহাব। খালেদ বিন মা'দান, লোকমান বিন আমির প্রমূখ ব্যক্তিগণ শবে বরাতে উত্তম পোষাক পরিধান, সুগন্ধী ও সুরমা ব্যবহর এবং মসজিদে রাত্রি যাপন করতেন। ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াই তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন এবং তিনি জামা'আত বদ্ধভাবে মসজিদে উক্ত রাত্রি যাপনের ব্যাপারে বলেনঃ এটি বিদ'আত নয়। হারব কিরমানী তার মাসায়েল কিতাবে সেটি উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ঃ (যারা শবে বরাত উদ্‌যাপন বৈধ মনে করে তাদের দ্বিতীয় দলের মত) শবে বরাতে মসজিদে নামায, কিসসা কাহিনী ও দু'আ প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়া মাকরূহ। তবে একাকী নিজে নিজে নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। এটি আহলে শামের ইমাম, ফকীহ ও আলেম আউযায়ীর মত এবং এটিই ইনশাআল্লাহ নিকটবর্তী মত।"

পরিশেষে বলেনঃ শবে বরাতের ব্যাপারে ইমাম আহমাদের কোন মতামত জানা যায় না, তবে এ রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে দুটি বর্ণনা নকল করা হয়ঃ তাঁর দুই বর্ণনার মধ্যে উভয় ঈদের রাত্রি যাপন রয়েছে। একটি বর্ণনায় রয়েছে তাতে দলবদ্ধভাবে রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাব নয়, কেননা নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাগণ থেকে তা নকল করা হয়নি।

অন্য বর্ণনায় তিনি উক্ত রাত্রি জাগরণকে মুস্তাহাব বলেছেন, কেননা তা আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ পালন করেছেন আর তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং অনুরূপভাবে শবে বরাত উদ্‌যাপনের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা থেকে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে আহলে শামের বিশেষ কতিপয় ফকীহ তাবেয়ীদের একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে।"

হাফেজ ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ)এর কথার উদ্দেশ্য এখানে শেষ। তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে শবে বরাত উপলক্ষে কিছু করা নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। আর আউযায়ী (রাহিমাহুল্লাহ)এর একাকি ভাবে শবে বরাত উদযাপনের বৈধতার রায় দেয়া এবং উক্ত রায় হাফেজ ইবনে

রজবের ইখতিয়ার করা একটি দুর্বল ও আশ্চার্য ব্যাপার। কেননা যে সব জিনিস শারঈ দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত নয় তা মুসলমানের জন্য আল্লাহর দ্বীনে আবিস্কার করা জায়েয নয়। চাই তা একাকি ভাবে বা জামাতবদ্ধভাবে কিংবা চাই তা গোপন বা প্রকাশ্যে আঞ্জাম দেয়া হোক না কেন। কেননা নবী (ﷺ) এর বাণী ব্যাপকার্থে যেমনঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"

এটি ছাড়াও বিদআত পরিত্যাগ ও তা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে।

ইমাম আবু বকর ত্বারতুশী (রাহিমাহুল্লাহ) তার "আল-হাওয়াদেস ওয়াল বিদায়া" কিতাবে যা বলেন তা নিম্নরূপঃ "ইবনে ওজ্জাহ যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমরা আমাদের কোন শায়খ ও ফকীহকে শবে বরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি এবং তাঁরা মাকহুলের কথাকে কোন মূল্য দেননি, এমনকি শবে বরাতের অন্য রাতের তুলনায় কোন ফযীলত আছে বলেও মনে করেন না।

ইবনে আবী মুলাইকা কে বলা হয়েছিল যে, যিয়াদ নুমাইরী বলেঃ শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলতের সমান। তা শুনে তিনি বলেনঃ আমি যদি তাকে বলতে শুনতাম আর আমার হাতে লাঠি থাকতো তবে অবশ্যই তাকে প্রহার করতাম। আর যিয়াদ ছিল একজন গল্পবাজ লোক। এ ব্যাপারে তার কথা শেষ।

আল্লামা শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) "আল ফাওয়াইদ আল-মাজমুয়াহ" কিতাবে বলেনঃ যার বক্তব্য নিম্নরূপঃ হাদীস "হে আলী যে ব্যক্তি শবে বরাতে একশত রাকাত নামায আদায় করল আর

তার প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও "কুলহু আল্লাহু আহাদ" দশবার করে পড়ল আল্লাহ তার যাবতীয় প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি মওযূ বা জাল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত শব্দসমূহে রাতে ইবাদতকারীর যে সওয়াব হাসিলের উল্লেখ রয়েছে তাতে কোন ভাল মন্দের তারতম্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণিত হাদীসটি মওযূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তার বর্ণনা কারীরা মাজহুল (অজ্ঞাত) আর তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সূত্রই মউযু বা জাল এবং রাবীগণ মাজহুল। আর তিনি "আল মুখতাসার" কিতাবে বলেনঃ শবে বরাতের নামাযের হাদীসটি বাতিল। আর ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় আলীর হাদীসঃ "শবে বরাত আসলে তোমরা তার রাত জাগরণ কর (ইবাদতে লিপ্ত থাক) এবং দিনে রোযা রাখ বর্ণনাটি যঈফ (দূর্বল) এবং তিনি আল-লায়ালী" কিতাবে বলেনঃ শবে বরাতে প্রতি রাকআতে দশবার "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সহ একশত রাকআত এর বড় ফযীলত থাকা সত্ত্বেও দাইলামী ও অন্যান্যদের মতে মউযু বা জাল এবং উক্ত হাদীসের তিনটি সূত্রেরই অধিকাংশ রাবী মাজহূল ও যঈফ। তিনি বলেনঃ "বার রাকআত ত্রিশবার "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সহ আদায়ের হাদীসটি মউযু। "১৪ রাকআত এর হাদীসটিও মাওযূ।"

এই হাদীসের মাধ্যমে ফকীহদের এক জামা'আত আকৃষ্ট হয়েছেন যেমনঃ "আল ইহইয়া" এর লিখক ও অন্যরা, অনুরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন মুফাসসিরীনে কিরামের কতিপয়। অবশ্য শবে বরাত উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে নামায প্রচলিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাতিল মউযু। এটি তিরমিযীর বর্ণনায় আয়েশা (রাযিআল্লাহু

আনহা) এর হাদীস নবী (ﷺ) এর জান্নাতুল বাকীতে (কবরস্থান) যাওয়া, শবে বরাতের রাতে আল্লাহর পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা এবং তিনি কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি লোকের গোনাহ মাফ করবেন এর খেলাফ নয়। বরং কথা হলো এই রাতের মনগড়া নামাযের ক্ষেত্রে আয়েশার এই হাদীস যঈফ ও তাতে ইনকেতা (বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন রয়েছে।) অনুরূপ শবে বরাতের কিয়ামের ব্যাপারে আলীর হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে, তা এই নামায মনগড়া বা জাল হওয়ার খেলাফ নয়, কেননা আমাদের এই আলোচনার ভিত্তিতে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাফেজ ইরাকী বলেনঃ শবে বরাতের নামাযের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর উপর জাল ও তার প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

ইমাম নববী "মাজমু" কিতাবে বলেনঃ সালাতুর রাগাইব নামে প্রসিদ্ধ নামায, (আর তাহলোঃ রজব মাসের প্রথম জুমআর রাতে মাগরিব ও এশার মাঝে বার রাকাত বিশিষ্ট নামায) এবং শবে বরাতের একশত রাকআত বিশিষ্ট নামায, দুটি নিকৃষ্টতম বিদ'আত।

এই দুই নামাযের বর্ণনা "কূতুল কুলূব" ও ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থদ্বয়ে থাকায় এবং এক্ষেত্রে বর্ণিত (দূর্বল ও জাল) হাদীস থাকায় আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। কেননা তা সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। অনুরূপ কতিপয় আলেম যাদের উক্ত দুই নামাযের বিধানের ক্ষেত্রে মতিভ্রম থাকায় তারা এর মুস্তাহাবের ব্যাপারে কলম ধরেছেন, তাতেও আকৃষ্ট হওয়া যাবে না কেননা তারা এ বিষয়ে ভুলকারী।

শাইখ ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আল-মাক্বদেসী উক্ত দুই নামাযের বৈধতা খন্ডনে অতি চমৎকার ও উত্তম

একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছেন। আর এই মাসয়ালার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অনেক রয়েছে। তাদের যে সমস্ত বক্তব্য এই মাসয়ালা সম্পর্কে জেনেছি তা যদি সমস্ত বর্ণনা করতে যাই তবে আমাদের কথা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। যা আমরা বর্ণনা করলাম তা সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য আশা করি নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট হবে।

যে সমস্ত আয়াত, হাদীস ও উলামায়ে কিরামের বক্তব্য অতিবাহিত হলো, সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নিশ্চয় শবে বরাতে নামায ও এ দিনে বিশেষভাবে রোযা রাখা বা অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে উদযাপন করা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের নিকট নিকৃষ্টতম বিদ'আত। পুত-পবিত্র শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই; বরং তা ইসলামের মধ্যে সাহাবা (ﷺ) এর পরবর্তী যুগে আবিস্কৃত হয়েছে।

অতএব এ বিষয়ে এবং এ ধরনের অন্য মাসয়ালায় সত্য অনুসন্ধানকারীর জন্য আল্লাহর বাণীঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম।" (সূরা মায়েদা-৩)

এ ধরনের আয়াত সমূহ এবং নবী (ﷺ) এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে কোন নতুন বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বনির অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য) এবং এ বিষয়ে যে সমস্ত হাদীস এসেছে তা যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "তোমরা জুমআর রাত্রিকে অন্যান্য রাতের

মধ্যে কিয়ামের জন্য (ইবাদতের জন্য) নির্ধারণ করো না, অনুরূপ ভাবে অন্যান্য দিনের মধ্যে জুমআর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারণ করো না, তবে তোমাদের কারো কোন নির্দিষ্ট রোযা উক্ত দিনে পতিত হয় তা ভিন্ন ব্যাপার।"

অতএব, কোন ইবাদতের জন্যে যদি কোন রাত্রিকে নির্দ্ধারণ করা জায়েয থাকত তবে জুমআর রাত অবশ্যই অন্যান্য রাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত। কেননা জুমার দিন সূর্য উদিত হওয়া দিনের সর্বোত্তম দিন। যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু নবী (ﷺ) অন্যান্য রাত্রির মধ্যে জুমআর রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, জুমআর রাত ব্যতীত অন্যান্য রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করা তো অবশ্যই নিষেধের আওতাভুক্ত।

অতএব, শবে বরাতকে সহীহ দলীল ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে শবে কদর ও রমাযানের রাত্রিসমূহ ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের বৈধতা রয়েছে। নবী (ﷺ) এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন, উম্মাতকে উক্ত রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে তা পালন করেছেন। যেমনঃ বুখারী মুসলিমে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে রমযানের রাত্রি যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং "যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদর (শবে কদর) যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

তবে শবে বরাত, রজব মাসের প্রথম জুমআ ও শবে মিরাজ যদি কোন আনুষ্ঠানিকতা বা কোন ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা

শরীয়ত সম্মত হতো তবে নবী (ﷺ) অবশ্যই তার নির্দেশনা দিতেন বা নিজে পালন করতেন, আর তিনি যদি পালন করতেন তবে সাহাবায়ে কিরামগণও এগুলি তাঁরা গোপন করতেন না। তাঁরা হলেন নবীদের পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁদের প্রতি রাজী হন এবং তাদেরকে রাজী করেন।

বিগত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা গেল যে নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবা (رضي الله عنهم) থেকে রজব মাসের প্রথম জুমআর রাত্রি ও শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত নেই। অতএব, জানা গেল এগুলি উদ্‌যাপন করা ইসলামের নামে নব আবিস্কৃত বা বিদআত, অনুরূপ কোন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে উভয় রাত্রিকে নির্দিষ্ট করা জঘন্যতম বিদআত।

অনুরূপ ২৭শে রজবের রাত্রি সম্পর্কে কতিপয় লোকের ধারণা যে এটি মিরাজের রাত, উপরোল্লিখিত প্রমাণের আলোকে উক্ত রাত্রিকে কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অনুষ্ঠান পালন করা না জায়েয, যদিও এর তারিখ জানা যেত। কিন্তু উলামায়ে কিরামদের মতের ভিত্তিতে সহীহ্ কথা হলো শবে মিরাজের তারিখ অজ্ঞাত, আর যে ব্যক্তি বলে যে মিরাজ ২৭ শে রজব, তার কথা বাতিল কেননা সহীহ হাদীস সমূহে এর কোন ভিত্তি নেই।

এ সম্পর্কে জনৈক মনীষী কতইনা চমৎকার বলেছেনঃ

وخير الأمور السالفات على الهدى

وشر الأمور المحدثات البدائع

সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়াতের উপর ভিত্তি হলো সালাফে- সালেহীনের ত্বরীকা, আর যাবতীয় কাজের **সর্বনিকৃষ্ট কাজ** হলো নব আবিস্কৃত বা বিদআত সমূহ।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলমানকে সুন্নাতে রাসূল মজবুতভাবে ধারণ করার ও তার প্রতি অটল থাকার এবং সুন্নাতের পরিপন্থী বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন, তিনিই তো পরম দাতা, দয়ালু। আল্লাহ তার বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবী গণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সমাপ্ত

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

مشاريعنا وأعمالنا داخل المملكة

مشروع الاستقطاع الشهري

قال الرسول ﷺ : " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل "

من مشاريع المؤسسة:

- طباعة ونشر وترجمة كتب وفتاوى الشيخ عبد العزيزبن باز " رحمه الله ".
- وقف الشيخ عبد العزيز بن باز " رحمه الله ".
- كفالة وتدريب الأيتام في داخل المملكة.
- مشروع توزيع أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز " رحمه الله ".
- مشروع كفالة الأرامل والمطلقات ومركز لتعليمهم وتدريبهم.
- كفالة رواتب مدرسي تحفيظ القرآن الكريم ودعم الحلقات.
- مساعدة الفقراء والمحتاجين في الداخل.
- مشروع مركز للدراسات والأبحاث العلمية.
- مشروع التعريف بالإسلام بالعالم الغربي (الأوروبي).
- مشروع موقع عبد العزيز بن باز على الإنترنت.

طريقة الاشتراك في المشروع

دفع اي مبلغ مقطوع.
اشتراك شهري او سنوي (أمر مستديم).
تحويل من حساب إلى حساب (أمر مستديم).
اتصل ليصلك مندوبنا.

حساب المشروع ٣/٢٥٧٠٠ فرع ٤٤٩
شركة الراجحي المصرفية للستثمار
مع ارسال نموذج الاشتراك وقسيمة الإيداع
على فاكس : ٤١٩٨٤٨٤

الحساب العام في شركة الراجحي المصرفية : ٢٥٩٩٩/١ الفرع ٤٤٩

المكتب الرئيس : التخصصي : ت ٤١٩٨٥٨٥ - فاكس: ٤١٩٨٤٨٤ - ص.ب (١٩١٩) الرياض (١١٣٣٣)
الفرع النسائي : تلفاكس (٤١٩٧٧٥٧)مكتب الدائري الشرقي:هاتف ٢٠٨٣٧٦١ - فاكس ٢٠٨٣٧٦٢
مكتب البديعة - هاتف: ٤٣٥٤٤٤٤ - فاكس: (٤٣٥٨٩٨٠) الخرج: ٥٤٥٠٠٣١ - الدلم: ٥٤١٢٨٩٠ - الأفلاج (٦٨٢٣٦٤٨)
وادي الدواسر: ٧٨٦١٥٥٥ - الخرمة: ٨٣٢٠٥٢٠ - المدينة المنورة: ٨٢٨٨٦٦٠ - ينبع الصناعية: ٣٢١٢٢٣٢ - ٣٢٢١٤٦٧
عنيزة: ٣٦٣٥١٠٠ - الجوف: ٦٢٥٣٦٣٦ - المنطقة الشرقية: ٨٦٥٥٩٥٥ - أبها: ٢٢٦٥٣٥٨ - النماص: ٢٨٣٣١٥٥
website:www.ibnbazfoundation.org - Email:info@ibnbazfoundation.org